সহীহ হাদীসের আলোকে

কুরবানীর ফাযায়েল ও মাসায়েল

মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী

সহকারী মুফতী, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, চট্টগ্রাম।

সহীহ হাদীসের আলোকে
কুরবানীর মাসায়েল ও ফাযায়েল

রচনায়ঃ
মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী
মুতাখাসসিস ফিল হাদীস ওয়াল ফিকহ
সহকারী মুফতী- দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ
গফুর ভিউ এ/১৫৫৫, রাজাখালী, চাক্তাই, চট্টগ্রাম।
মোবাইলঃ ০১৯১৭-০৭২৯৩৫, ০১৮১২-৫১৯৫৮৯

সর্বস্বত্বঃ
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকঃ
জনাব অলিয়ার রহমান রহ. স্মরণে
মুফতি অহিদ ইসলামী গবেষণাগার কৈখালী, সদর, যশোর।

প্রকাশকালঃ
০৪ যিলক্বদ ১৪৩৭ হিজরী, ০৮ আগষ্ট ২০১৬ ঈসায়ী
কম্পিউটারঃ অকিল উদ্দিন সোহাগ
মূল্যঃ ৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র।

Sohih Hadiser Aloke Qurbanir Fajael O Masael
By: **Mufti Wakil Uddin Jessoree**
Specialist in Hadith & Islamic law.
Assistant Mufti: darul ifta khadimul quran was sunnah, Chittagong.
Price : 30/- Tk Only.

.

সূচিপত্র

কুরবানীর ফযিলত ও মাসআলা
কুরআনের আলোকে কুরবানী
হাদীসের আলোকে কুরবানী ও তার ফযিলত
সামার্থবান ব্যক্তিদের কুরবানী না উপর হুমকি
কুরবানীদাতার করণীয় আমল
গরীবের কুরবানী
কুরবানী করার দিন ও সময়
কোরবানীর প্রকার
ওয়াজিব কুরবানী ৪ প্রকার।
১. মান্নতের কুরবানী
মান্নত কুরবানীর হুকুম
কুরবানীর দ্বিতীয় প্রকার-
২. গরীবের উপর ওয়াজিব
ধনী ব্যক্তির কুরবানী
অসিয়তের কুরবানী
অসিয়তের কুরবানীর হুকুম
নফল কুরবানী
২. নফল কুরবানী
যাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব
যে মালগুলো প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত
যাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়
যে সব জন্তু দ্বারা কুরবানী করা জায়েয
কুরবানীর জন্তুর বয়স
যে সকল পশুর কুরবানী জায়েয নেই
যে সকল পশুর কুরবানী মাকরূহ
যবাহ্ সংক্রান্ত মাসআলা
কুরবানীর জন্তুর বাচ্চার হুকুম

মাকরুহসমূহ
হালাল প্রাণীর হারামসমূহ
যৌথ কুরবানী শরীয়তসম্মত
সাহাবায়ে কেরামের আমল
কুরবানীর জন্তু চুরি হলে
কুরবানীর কাযা
কুরবানীর জন্তু দ্বারা উপকৃত হওয়ার বিধানাবলী
চামড়ার বিধানাবলী
আকিকার বিধান

কুরবানীর ফযিলত ও মাসআলা

কুরবানী শব্দটি আরবী। অভিধানিক অর্থ হলো,

(هِيَ) لُغَةً اسْمٌ لِمَا يُذْبَحُ أَيَّامَ الْأَضْحَى،

ঈদের দিনসমূহে যবাহ জন্তু যবাহ করা।

وَشَرْعًا ذَبْحُ حَيَوَانٍ مَخْصُوصٍ بِنِيَّةِ الْقُرْبَةِ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ.

পরিভাষায়, আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য নির্দ্রিষ্ট জন্তু নির্দ্রিষ্ট সময়ে যবাহ করা।

আদদুররুল মুখতার কুরবানী অধ্যায়।

কুরআনের আলোকে কুরবানী

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

আপনি তাদেরকে আদমের দুই পুত্রের বাস্তব অবস্থা পাঠ করে শুনান। যখন তারা উভয়েই কিছু উৎসর্গ করেছিল, তখন তাদের একজনের উৎসর্গ গৃহীহ হয়েছিল এবং অপরজনের গৃহীহ হয়নি। সে বলল আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব। সে বলল আল্লাহ ধর্মভীরুদের পক্ষ থেকেই তো গ্রহণ করেন।

সুরা মায়েদা আয়াত ২৭।

হাদীসের আলোকে কুরবানী ও তার ফযিলত

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّه مَا هَذِه الأَضَاحِىُّ؟ قَالَ :«سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ». قَالَ قُلْنَا : فَمَا لَنَا فِيهَا؟ قَالَ :«بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ». قَالَ قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالصُّوفُ قَالَ :«بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ».

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই কুরবানী কি? তিনি বলেন, তোমাদের পিতা ইবরাহিম আ. এর সুন্নাত তারা পুণরায় জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল! এতে আমাদের জন্য কি (সওয়াব) রয়েছে? তিনি বলেন, প্রতিটি পশমের বিনিময়ে একটি করে নেকী রয়েছে। তারা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! লোমশপশুদের পরিবর্তে কি হবে (এদের পশম তো অনেক বেশী)? তিনি বলেন, লোমশপশুর প্রতিটি পশমের বিনিময়েও একটি করে নেকী রয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজাহ ৩/১৩৬ হা. ৩১২৭ কুরবানী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : কুরবানীর সওয়াব।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَمِلَ آدْمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمِ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ إِنَّهَا لَتَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُوْنِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَّقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَيَطِيْبُوْا بِهَا نَفْسًا

হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কুরবানীর দিন রক্ত প্রবাহিত করা (যবাহ করা) অপেক্ষা আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় মানুষের কোন আমল হয় না। কেয়ামতের দিন এর শিং লোম ও পায়ের খূর সব সহ উপস্থিত হবে। এর রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই আল্লাহর কাছে বিশেষ মর্যাদায় পৌঁছে যায় সুতরাং স্বচ্ছন্দ হৃদয়ে তোমরা তা করবে।

তিরমিযি ৪/১২৪ হা. ১৪৯৯ কুরবানী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : কুরবানীর ফযিলত।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَقَامَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ عَشْرَ سِنِيْنَ يُضَحِّي.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনাতে দশ বসর অবস্থান করেছেন এবং তিনি (প্রতি বসর) কুরবানীও করেছেন।

তিরমিযি ৪/১৩৪ হা. ১৫১৩ কুরবানী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: একটি ছাগল একটি পরিবারের জন্য যথেষ্ট। অনুচ্ছেদ।

সামার্থবান ব্যক্তিদের কুরবানী না উপর হুমকি

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَسُول اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ, فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا"

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তির সামর্থ থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করে না সে যেন আমাদের ঈদের মাঠের কাছেও না আসে।

ইবনে মাজাহ ৩/১৩৫ হা. ৩১২৩ কুরবানী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : কুরবানী ওয়াজিব কি না?

কুরবানীদাতার করণীয় আমল

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِى الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ».

হযরত উম্মে সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন তোমরা যিলহজ্জ মাসের নতুন চাঁদ দেখতে পাও এবং তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা রাখে সে যেন তার চুল, নখ ইত্যাদি কর্তন করা থেকে বিরত থাকে।

মুসলিম ৭/২৪ হা. ৪৯৬৩ কুরবানী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কুরবানী করার ইচ্ছে রাখে, যিলহজ্জ মাস শুরু হতেই এর প্রথম দশ দিন তার চুল, নখ ইত্যাদি কাটা নিষেধ।

এটি মুস্তাহাব আমল।

কুরবানীদাতার জন্য যিলহজ্জ মাসের চাঁদ উঠার পর থেকে কুরবানী করা পর্যন্ত চুল নখ বগলের পশম নাভির নিচের পশম না কাটা মুস্তাহাব আমল। তেমনি গরীবের জন্যও মুস্তাহাব আমল ও কুরবানী করার সওয়াব। সুতরাং চাঁদ উঠার

পূর্বেই তা পরিস্কার করে ফেলবে। কেউ যদি এমন করতে না পারে এবং না কাটলে কুরবানীর দিন পর্যন্ত ৪০ দিন পার হয়ে যাবে তবে সে ততক্ষণাৎ কেটে ফেলবে। ঈদের দিন পর্যন্ত দেরী করবেনা।

গরীবের কুরবানী

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «أُمِرْتُ بِيَوْمِ الأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهَذِهِ الأُمَّةِ». قَالَ الرَّجُلُ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلاَّ أُضْحِيَةً أُنْثَى أَفَأُضَحِّى بِهَا قَالَ «لاَ وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ فَتِلْكَ تَمَامُ أُضْحِيَتِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার প্রতি আযহার দিন (১০ যিলহজ্জ) ঈদ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যাকে আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতের জন্য (ঈদ হিসাবে) নির্ধারণ করেছেন। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলাল্লাল্লাহ! আপনি বলুন, (যদি আমার কুরবানীর পশু ক্রয় করার সামর্থ না থাকে), কিন্তু আমার কাছে এমন উষ্ট্রী বা বকরী থাকে, যার দুধ পান করার জন্য বা মাল বহন করার জন্য তা প্রতিপালন করি। আমি কি তাকে কুরবানী করতে পারি? তিনি বললেন, না। বরং তুমি তোমার মাথার চুল, নখ ও গোঁফ কেটে ফেল এবং নাভির নিচের চুল পরিস্কার কর। এই আল্লাহর নিকট তোমার কুরবানী।
আবু দাউদ ৪/৮৬ হা. ২৭৮০ কুরবানী অধ্যায়, কুরবানী ওয়াজিব হওয়া পরিচ্ছেদ।

কুরবানী করার দিন ও সময়

قال: "وهي جائزة في ثلاثة أيام: يوم النحر ويومان بعده"

* কুরবানী তিন দিনের মধ্যেই সীমিত। যিলহজ্জের ১০. ১১. ১২ তারিখ।

وَهِيَ ثَلَاثَةٌ أَفْضَلُهَا أَوَّلُهَا.

* কুরবানী তিন দিন। তবে প্রথম দিন কুরবানী করা উত্তম।
আদদুররুল মুখতার কুরবানী অধ্যায়।

وَلَوْ ضَحَّى بَعْدَ مَا صَلَّى أَهْلُ الْمَسْجِدِ وَلَمْ يُصَلِّ أَهْلُ الْجَبَّانَةِ أَجْزَأَهُ اسْتِحْسَانًا لِأَنَّهَا صَلَاةٌ مُعْتَبَرَةٌ، حَتَّى لَوْ اكْتَفَوْا بِهَا أَجْزَأَتْهُمْ،

* যে শহরে একাধিক জায়গায় ঈদের নামায হয়, সেখানে কোন এক স্থানে ঈদের নামায হয়ে গেলেই গোটা এলাকায় কুরবানী করা জায়েয হবে। তবে নিজ এলাকায় নামায পড়ে কুরবানী করা উত্তম।
হিদায়া, রদদুল মুহতার কুরবানী অধ্যায়।

কোরবানীর প্রকার

فَالتَّضْحِيَةُ نَوْعَانِ وَاجِبٌ وَتَطَوُّعٌ. وَالْوَاجِبُ مِنْهَا أَنْوَاعٌ : مِنْهَا مَا يَجِبُ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ، .أَمَّا الَّذِي يَجِبُ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ فَالْمَنْذُورُ بِهِ بِأَنْ قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ شَاةً أَوْ بَدَنَةً أَوْ هَذِهِ الشَّاةَ أَوْ هَذِهِ الْبَدَنَةَ،

কুরবানী দু' প্রকার; ১. ওয়াজিব। ২. নফল।

ওয়াজিব কুরবানী ৪ প্রকার।

১. মান্নতের কুরবানী। মান্নতকারী ধনী হোক বা গরীব, আল্লাহর নামে কুরবানী করার মান্নত করলে তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব।
হিন্দিয়া কুরবানী অধ্যায়, প্রথম পরিচ্ছেদ।

মান্নত কুরবানীর হুকুম

(وَلَوْ) (تُرِكَتْ التَّضْحِيَةُ وَمَضَتْ أَيَّامُهَا) (تَصَدَّقَ بِهَا حَيَّةً نَاذِرٌ) فَاعِلُ تَصَدَّقَ (لِمُعَيَّنَةٍ) وَلَوْ فَقِيرًا، وَلَوْ ذَبَحَهَا تَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا، وَلَوْ نَقَصَهَا تَصَدَّقَ بِقِيمَةِ النُّقْصَانِ أَيْضًا وَلَا يَأْكُلُ النَّاذِرُ مِنْهَا؛ فَإِنْ أَكَلَ تَصَدَّقَ بِقِيمَةِ مَا أَكَلَ

* মান্নতকারী নিজে মান্নত কুরবানীর গোশত খেতে পারবেনা। সে ধনী বা গরীব হোক। ফকীরদেরকে সদকা করতে হবে। নিজে খেলে বা ধনীকে খাওয়ালে ঐ পরিমাণ মূল্য সদকা করতে হবে।
আদদুররুল মুখতার কুরবানী অধ্যায়।

وأصله، وإن علا وفرعه، وإن سفل"وفيه إشارة إلى أن هذا الحكم لا يخص الزكاة بل كل صدقة واجبة لا يجوز دفعها لهم كأحد الزوجين كالكفارات وصدقة الفطر والنذور، وقيد بأصله وفرعه؛ لأن من سواهم من القرابة يجوز الدفع لهم، وهو أولى لما فيه من الصلة مع الصدقة كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات الفقراء.

* মান্নতকারী মান্নত কুরবানীর গোশত নিজের মা, বাবা, দাদা, দাদী, নানা, নানী, ছেলে, মেয়ে, নাতি, নাতনিদেরকে দিতে ও খেতে পারবেনা। তবে এরা ব্যতিত অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে দিতে পারবে।
আলবাহরুর রায়েক যাকাত অধ্যায়, যাকাত ব্যবহার পরিচ্ছেদ, পিতা দাদা সন্তান নাতিদের যাকাত দেওয়া।

قَالَ لِلَّه عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ شَاةً فَضَحَّى بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً جَازَ ، كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ .

* ছাগল কুরবানী করার মান্নত করে এর পরিবর্তে মান্নতের নিয়তে গরু উটের এক অংশ কুরবানী করলে তা দ্বারা মান্নত আদায় হয়ে যাবে।
হিন্দিয়া কুরবানী অধ্যায়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(ثُمَّ إنَّ) الْمُعَلَّقَ فِيهِ تَفْصِيلٌ فَإِنْ (عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ يُرِيدُهُ كَأَنْ قَدِمَ غَائِبِي) أَوْ شُفِيَ مَرِيضِي (يُوَفِّي) وُجُوبًا (إنْ وُجِدَ) الشَّرْطُ

* কোন বিষয় সম্পন্ন হওয়ার শর্তে মান্নত করলে কাজটি সম্পন্ন হলে মান্নত আদায় করবে। আর কাজটি পরিপূর্ণ না হলে মান্নাত আদায় করা জরুরী নয়। গরীব হোক বা ধনী।
আদদুররুল মুখতার কসম অধ্যায়।

إِذَا كَانَ عَيَّنَهَا بِالنَّذْرِ بِأَنْ قَالَ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِهَذِهِ الشَّاةِ وَهُوَ مُوسِرٌ أَوْ مُعْسِرٌ فَهَلَكَتْ أَوْ ضَاعَتْ أَنَّهُ تَسْقُطُ عَنْهُ التَّضْحِيَةُ بِسَبَبِ النَّذْرِ؛ لِأَنَّ الْمَنْذُورَ بِهِ مُعَيَّنٌ لِإِقَامَةِ الْوَاجِبِ فَيَسْقُطُ الْوَاجِبُ بِهَلَاكِهِ؛ كَالزَّكَاةِ تَسْقُطُ بِهَلَاكِ النِّصَابِ عِنْدَنَا

নির্দিষ্ট জন্তু কুরবানীর মান্নত করার পর ঐ জন্তুটি মারা গেলে তার মান্নত আদায় করা ওয়াজিব নয়।
বাদায়েউস সানায়ে’ কুরবানী অধ্যায় ওয়াজিবের অবস্থার প্রকার বর্ণনা পরিচ্ছেদ।

(وَلَوْ) (تُرِكَتْ التَّضْحِيَةُ وَمَضَتْ أَيَّامُهَا) (تَصَدَّقَ بِهَا حَيَّةً نَاذِرٌ) فَاعِلُ تَصَدَّقَ (لِمُعَيَّنَةٍ) وَلَوْ فَقِيرًا،

* নির্দিষ্ট জন্তু কুরবানী করার মান্নত করে কোন কারণবশত কুরবানীর দিনগুলোতে মান্নতের নির্দিষ্ট জন্তু যবাহ করতে না পারলে জন্তুটি জীবিত সদকা করতে হবে।
আদদুররুল মুখতার কুরবানী অধ্যায়।

(وَلَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَذْبَحَ جَزُورًا وَأَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهِ فَذَبَحَ مَكَانَهُ سَبْعَ شِيَاهٍ جَازَ) كَذَا فِي مَجْمُوعِ النَّوَازِلِ وَوَجْهُهُ لَا يَخْفَى .

* যে সকল জন্তু দ্বারা কুরবানী জায়েয নেই তা দ্বারা মান্নতের কুরবানীও আদায় হবে না। মান্নত ও কুরবানীর জন্য একই শর্ত।
আদদুররুল মুখতার কসম অধ্যায়।

لَا تُقْضَى بِالْإِرَاقَةِ ؛ لِأَنَّ الْإِرَاقَةَ لَا تُعْقَلُ قُرْبَةً وَإِنَّمَا جُعِلَتْ قُرْبَةً بِالشَّرْعِ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ فَاقْتَصَرَ كَوْنُهَا قُرْبَةً عَلَى الْوَقْتِ الْمَخْصُوصِ فَلَا تُقْضَى بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ ، ثُمَّ قَضَاؤُهَا قَدْ يَكُونُ بِالتَّصَدُّقِ بِعَيْنِ الشَّاةِ حَيَّةً

* মান্নতের কুরবানী কুরবানীর দিনগুলোর মধ্যেই যবাহ করতে হবে। অন্য সময় যবাহ করলে হবে না।

বাদায়েউস সানায়ে’ কুরবানী অধ্যায় ওয়াজিবের অবস্থার প্রকার বর্ণনা পরিচ্ছেদ।

نَذَرَ أَنْ يُضَحِّيَ وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا، عَلَيْهِ شَاةٌ وَلَا يَأْكُلُ مِنْهَا، وَإِنْ أَكَلَ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا، كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

* নির্দিষ্ট জন্তুর নাম না বলে শুধু কুরবানী করার মান্নত করলে একটি ছাগল কুরবানী করতে হবে।
হিন্দিয়া কুরবানী অধ্যায়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কুরবানীর দ্বিতীয় প্রকার-

وَأَمَّا الَّذِي يَجِبُ عَلَى الْفَقِيرِ دُونَ الْغَنِيِّ فَالْمُشْتَرَى لِلْأُضْحِيَّةِ إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي فَقِيرًا، بِأَنْ اشْتَرَى فَقِيرٌ شَاةً يَنْوِي أَنْ يُضَحِّيَ بِهَا،

২. **গরীবের উপর ওয়াজিব**। কোন গরীব কুরবানীর নিয়তে কুরবানীর দিনসমূহে কোন পশু ক্রয় করলে তার উপর উক্ত কুরবানী ওয়াজিব।
হিন্দিয়া কুরবানী অধ্যায়, প্রথম পরিচ্ছেদ।

وَأَمَّا الَّذِي يَجِبُ عَلَى الْغَنِيِّ دُونَ الْفَقِيرِ فَمَا يَجِبُ مِنْ غَيْرِ نَذْرٍ وَلَا شِرَاءٍ لِلْأُضْحِيَّةِ بَلْ شُكْرًا لِنِعْمَةِ الْحَيَاةِ وَإِحْيَاءً لِمِيرَاثِ الْخَلِيلِ حِينَ أَمَرَهُ اللَّهُ بِذَبْحِ الْكَبْشِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.

৩. **ধনী ব্যক্তির কুরবানী**। কুরবানীর দিনসমূহে নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হলে তার উপর ওয়াজিব। যা আল্লাহর নির্দেশে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম. উপর আদিষ্ট হুকুমের মিরাস এর সূত্রে হায়াত ও জীবিত থাকার শুকরিয়ার জন্য আদায় করা হয়।
হিন্দিয়া কুরবানী অধ্যায়, প্রথম পরিচ্ছেদ।

(وَأَمَّا) الْوَصِيَّةُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى فُلَانٍ، وَأَوْصَى بِالْقُرَبِ فَحُكْمُهَا وُجُوبُ فِعْلِ مَا دَخَلَ تَحْتَ الْوَصِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ هَكَذَا أَوْصَى، وَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ الثُّلُثِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .

৪. **অসিয়তের কুরবানী**। কোন ব্যক্তি মৃত্যুকালে তার নামে কুরবানী করার অসিয়ত করলে তার রেখে যাওয়া মালের এক তৃতীয়াংশ থেকে কুরবানী আদায় করতে হবে।
বাদায়েউস সানায়ে’ অসিয়ত অধ্যায়, অসিয়তের হুকুম পরিচ্ছেদ।

অসিয়তের কুরবানীর হুকুম

مَنْ ضَحَّى عَنْ الْمَيِّتِ يَصْنَعُ كَمَا يَصْنَعُ فِي أُضْحِيَّةِ نَفْسِهِ مِنْ التَّصَدُّقِ وَالْأَكْلِ وَالْأَجْرُ لِلْمَيِّتِ وَالْمِلْكُ لِلذَّابِحِ . قَالَ الصَّدْرُ : وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ إنْ بِأَمْرِ الْمَيِّتِ لَا يَأْكُلْ مِنْهَا وَإِلَّا يَأْكُلُ بَزَّازِيَّةٌ ،

অসিয়তের কুরবানী গোশতের হুকুম মান্নত কুরবানীর গোশতের ন্যায়। সুতরাং ফকির মিসকিনদেরকে তা সদকা করতে হবে। মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ খেতে পারবেনা এবং ধনী লোকদেরকেও দিতে পারবেনা।
রদ্দুল মুহতার কুরবানী অধ্যায়।

وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْأُضْحِيَّةُ فَلَمْ يُضَحِّ حَتَّى مَضَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ ثُمَّ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُوصِيَ بِأَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ بِقِيمَةِ شَاةٍ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ ؛

* মৃত ব্যক্তির সম্পূর্ণ সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ থেকে তার অসিয়ত পূর্ণ করতে হবে। সুতরাং কুরবানীর অসিয়ত করে মারা গেলে তার পরিত্যাক্ত এক তৃতীয়াংশ থেকে ওয়ারিশগণ তার অসিয়তের কুরবানী আদায় করবে।
বাদায়েউস সানায়ে’ কুরবানী অধ্যায় ওয়াজিবের অবস্থার প্রকার বর্ণনা পরিচ্ছেদ।

وَإِنْ تَبَرَّعَ بِهَا عَنْهُ لَهُ الْأَكْلُ لِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَى مِلْكِ الذَّابِحِ وَالثَّوَابُ لِلْمَيِّتِ ،

* অসিয়ত ব্যতিত স্বেচ্ছায় ওয়ারিশগণ মৃত ব্যক্তির পক্ষে কুরবানী করতে পারবে এবং এ কুরবানীর গোশত ধনী, গরীব, কুরবানীদাতা সকলেই খেতে পারবে।
রদ্দুল মুহতার কুরবানী অধ্যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরবানীর রং

নফল কুরবানী

وَأَمَّا التَّطَوُّعُ : فَأُضْحِيَّةُ الْمُسَافِرِ وَالْفَقِيرِ الَّذِي لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ النَّذْرُ بِالتَّضْحِيَةِ وَلَا شِرَاءُ الْأُضْحِيَّةِ لِانْعِدَامِ سَبَبِ الْوُجُوبِ وَشَرْطِهِ ،

২. **নফল কুরবানী**। মুসাফির ও গরীব লোকের কুরবানী। যা মান্নতও নয়, কুরবানীর দিনে কুরবানীর নিয়তেও ক্রয়কৃত নয়।
হিন্দিয়া কুরবানী অধ্যায়, প্রথম পরিচ্ছেদ।

যাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব

(فَتَجِبُ) التَّضْحِيَةُ : أَيْ إرَاقَةُ الدَّمِ (عَلَى حُرٍّ مُسْلِمٍ مُقِيمٍ) (مُوسِرٌ) يَسَارَ الْفِطْرَةِ (عَنْ نَفْسِهِ)

مَا يَفْضُلُ عَنْ حَاجَتِهِ وَتَبْلُغُ قِيمَةُ الْفَاضِلِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ مِنْ الثِّيَابِ وَالْفُرُشِ وَالدُّورِ وَالْحَوَانِيتِ وَالدَّوَابِّ وَالْخَدَمِ زِيَادَةً عَلَى مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ كُلُّ ذَلِكَ لِلِابْتِذَالِ وَالِاسْتِعْمَالِ لَا لِلتِّجَارَةِ وَالْإِسَامَةِ ، فَإِذَا فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ مَا يَبْلُغُ قِيمَتُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَجَبَ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ وَالْأُضْحِيَّةِ

* প্রত্যেক সুস্থ মস্তিস্কসম্পন্ন স্বাধীন মুসলমান, মুকিমের উপর ওয়াজিব। যার মালিকানায় কোরবানীর দিনসমূহে নিজের প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্র ও ঋণ ব্যতিরেকে অতিরিক্ত জিনিস-পত্র, টাকা-পয়সা, সাড়ে বায়ান্ন ভরি রূপার মূল্য বিদ্যমান, তার উপর কুরবানী ওয়াজিব।
আদদুররুল মুখতার কুরবানী অধ্যায়।
বাদায়েউস সানায়ে' যাকাত অধ্যায়, যা আদায়কৃত ব্যক্তির দিকে ফিরে আসে পরিচ্ছেদ।

فَهُوَ الَّذِي تَجِبُ بِهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ وَالْأُضْحِيَّةِ وَهُوَ أَنْ يَمْلِكَ مِنْ الْأَمْوَالِ الَّتِي لَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ مَا يَفْضُلُ عَنْ حَاجَتِهِ وَتَبْلُغُ قِيمَةُ الْفَاضِلِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ مِنْ الثِّيَابِ وَالْفُرُشِ

وَالدُّورِ وَالْحَوَانِيتِ وَالدَّوَابِّ وَالْخَدَمِ زِيَادَةً عَلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ كُلُّ ذَلِكَ لِلابْتِذَالِ وَالاسْتِعْمَالِ لَا لِلتِّجَارَةِ وَالْإِسَامَةِ ، فَإِذَا فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ مَا يَبْلُغُ قِيمَتُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَجَبَ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ وَالْأُضْحِيَّةِ،

* কোন ব্যক্তির নিকট স্বর্ণ, রুপার অলংকার, যে কোন ব্যবসার মাল, প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘরের আসবাব পত্র থাকে এবং এ গুলোর মূল্য রুপার নেসাব পরিমাণ হয় তবে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব।

বাদায়েউস সানায়ে’ যাকাত অধ্যায়, যা আদায়কৃত ব্যক্তির দিকে ফিরে আসে পরিচ্ছেদ।

وَفِي الْبَدَائِعِ أَيْضًا أَنَّ مَا ذُكِرَ مِنْ وُجُوبِ الضَّمِّ إذَا لَمْ يَكُنْ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا نِصَابًا بِأَنْ كَانَ أَقَلَّ، فَلَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْهَا نِصَابًا تَامًّا بِدُونِ زِيَادَةٍ لَا يَجِبُ الضَّمُّ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ زَكَاتَهُ، فَلَوْ ضَمَّ حَتَّى يُؤَدِّيَ كُلَّهُ مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَنَا، وَلَكِنْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ التَّقْوِيمُ بِمَا هُوَ أَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ

* কোন ব্যক্তির নিকট স্বর্ণ রুপা উভয়টি আছে, তবে কোনটিই নেসাব পরিমাণ নয়। এমতাবস্থায় উভয়ের মূল্য হিসাব করলে রুপার নিসাবের পরিমাণ হয়, তবে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে।

* কোন ব্যক্তির নিকট নেসাব থেকে কম স্বর্ণ বা রুপা থাকে এবং তার কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা বা জিনিসপত্র থাকে। তবে স্বর্ণ বা রুপার সাথে ঐ অতিরিক্ত টাকা বা জিনিসপত্রগুলোর মূল্য হিসাব করে রুপার নেসাব পরিমাণ হলে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে।

রদদুল মুহতার যাকাত অধ্যায়, মালের যাকাত পরিচ্ছেদ।

وَالْمَرْأَةُ تُعْتَبَرُ مُوسِرَةً بِالْمَهْرِ إذَا كَانَ الزَّوْجُ مَلِيًّا عِنْدَهُمَا، وَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْآخَرِ لَا تُعْتَبَرُ مُوسِرَةً بِذَلِكَ قِيلَ : هَذَا الاخْتِلَافُ بَيْنَهُمْ فِي الْمُعَجَّلِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ (دست بيمان)، وَأَمَّا الْمُؤَجَّلُ الَّذِي سُمِّيَ بِالْفَارِسِيَّةِ (كابين) فَالْمَرْأَةُ لَا تُعْتَبَرُ مُوسِرَةً بِذَلِكَ بِالْإِجْمَاعِ،

* মহিলাদের নিকট নেসাব পরিমাণ নিজস্ব মাল, গহনা, নগদ মহরের টাকা ইত্যাদি থাকলে, তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে। বাকি মহরের টাকা দ্বারা কুরবানী ওয়াজিব হবে না।
হিন্দিয়া কুরবানী অধ্যায়, প্রথম পরিচ্ছেদ।

فَإِنْ كَانَ لَهُ فِيهَا ثَلَاثَةُ بُيُوت وَقِيمَةُ الثَّالث مائَتَا دِرْهَم فَعَلَيْه الْأُضْحيَّةُ

* কারও নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি ঘর, বিক্রি করার জমি, অব্যবহৃত কাপড়, গাড়ি ও অব্যবহৃত আসবাব পত্র ইত্যাদির মূল্য সাড়ে বায়ান্ন ভরি রুপার পরিমাণ হয় তবে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে।
হিন্দিয়া কুরবানী অধ্যায়, প্রথম পরিচ্ছেদ।

যে মালগুলো প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত

وَلَوْ كَانَ لَهُ كِسْوَةُ شِتَاءٍ وَهُوَ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهَا فِي الصَّيْفِ يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَة،

* শীতবস্ত্র লেফ কম্বল যা বসরের অন্য সময় ব্যবহার হয়, এগুলো প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অন্তর্ভূক্ত।
বাদায়েউস সানায়ে' যাকাত অধ্যায়, যা আদায়কৃত ব্যক্তির দিকে ফিরে আসে পরিচ্ছেদ।

فِيمَنْ لَهُ حَوَانِيتُ وَدُورُ الْغَلَّةِ لَكِنْ غَلَّتُهَا لَا تَكْفِيه وَلعِيَاله أَنَّهُ فَقِيرٌ وَيَحِلُّ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَة،

* কারো কাছে ভাড়ার দোকান বা ঘর থাকে আর এগুলোর দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, তাহলে এ দোকান ও ঘর প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অন্তর্ভূক্ত হবে। তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে না। হ্যাঁ তার প্রয়োজনীয় খরচাদী ব্যতিত যদি তার কাছে নেসাব পরিমাণ মাল থাকে, তবে উপর ফিতরা কুরবানী ওয়াজিব হবে।
বাদায়েউস সানায়ে' যাকাত অধ্যায়, যা আদায়কৃত ব্যক্তির দিকে ফিরে আসে পরিচ্ছেদ।

وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامٌ لِلْقُوتِ يُسَاوِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَإِنْ كَانَ كِفَايَةَ شَهْرٍ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ وَإِنْ كَانَ كِفَايَةَ سَنَةٍ، قَالَ بَعْضُهُمْ : لَا تَحِلُّ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : تَحِلُّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُسْتَحِقُّ الصَّرْفِ إلَى الْكِفَايَةِ وَالْمُسْتَحِقُّ مُلْحَقٌ بِالْعَدَمِ. وَقَدْ رُوِيَ {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادَّخَرَ لِنِسَائِهِ قُوتَ سَنَةٍ}.

* কোন ব্যক্তি পূর্ণ এক বসরের খোরাক কিনে রাখলেই তাকে ধনী বলা যাবে না। তবে নিজ জমির উৎপন্ন ফসল থেকে এক বৎসরের খোরাক জমা রাখার পরও যদি নেসাব পরিমাণ আরো ফসল থাকে, তবে সে ধনী বলে গণ্য হবে। তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে।

বাদায়েউস সানায়ে’ যাকাত অধ্যায়, যা আদায়কৃত ব্যক্তির দিকে ফিরে আসে পরিচ্ছেদ।

فَتَجِبُ) (شَاةٌ) بِالرَّفْعِ بَدَلٌ مِنْ ضَمِيرِ تَجِبُ أَوْ فَاعِلِهِ (أَوْ سُبْعُ بَدَنَةٍ)

* ধনী ব্যক্তির উপর একটি কুরবানী ওয়াজিব। ছাগল হলে একটি। আর উট গরু হলে কমপক্ষে সাত ভাগের এক ভাগ।

আদদুররুল মুখতার কুরবানী অধ্যায়।

وَلَوْ ضَحَّى فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَهُوَ فَقِيرٌ ثُمَّ أَيْسَرَ فِي آخِرِ الْوَقْتِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْأُضْحِيَّةَ عِنْدَنَا، وَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا لَيْسَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ. وَالصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَيْسَرَ فِي آخِرِ الْوَقْتِ تَعَيَّنَ آخِرَ الْوَقْتِ لِلْوُجُوبِ عَلَيْهِ وَتَبَيَّنَ أَنَّ مَا أَدَّاهُ وَهُوَ فَقِيرٌ كَانَ تَطَوُّعًا فَلَا يَنُوبُ عَنْ الْوَاجِبِ،

* কুরবানী ওয়াজিব নয়, এমন ব্যক্তি কুরবানী করার পর কুরবানীর দিনগুলোতে নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হয়ে তাকে পুণরায় কুরবানী করতে হবে।

বাদায়েউস সানায়ে’ কুরবানী অধ্যায়, ওয়জিবের অবস্থার বর্ণনা পরিচ্ছেদ।

(وَمِنْهَا) أَنْ لَا يَقُومَ غَيْرُهَا مَقَامَهَا حَتَّى لَوْ تَصَدَّقَ بِعَيْنِ الشَّاةِ أَوْ قِيمَتِهَا فِي الْوَقْتِ لَا يَجْزِيهِ عَنْ الْأُضْحِيَّةَ ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ تَعَلَّقَ بِالْإِرَاقَةِ

* কুরবানী ওয়াজিব হলে কুরবানীর জন্তু যবাহের মাধ্যমেই কুরবানী আদায় করতে হবে। কুরবানীর দিনগুলোতে কুরবানীর জন্তু যবাহ না করে বা এর মূল্য

সদকা করে দেওয়া জায়েয নেই। এ রকম করলে কুরবানীর আদায় হবে না। কারণ জন্তু যবাহ করাই হচ্ছে এবাদত।
বাদায়েউস সানায়ে’ কুরবানী অধ্যায়, ওয়াজিবের অবস্থার বর্ণনা পরিচ্ছেদ।

الْأَبُ وَابْنُهُ يَكْتَسِبَانِ فِي صَنْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا شَيْءٌ فَالْكَسْبُ كُلُّهُ لِلْأَبِ إِنْ كَانَ الِابْنُ فِي عِيَالِهِ لِكَوْنِهِ مُعِينًا لَهُ

* সন্তান বাবার সাথে যৌথভাবে থাকে এবং উপার্জন করে পিতাকেই দিয়ে দেয় এবং সে নেসাব পরিমাণ মালের মালিকও নয়, তবে সে সন্তানের উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে না। পিতা সাহেবে নেসাব হলে শুধু পিতার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে।
রদ্দুর মুহতার যৌথ অধ্যায়, যৌথ ফাসেদ পরিচ্ছেদ।

* কুরবানী ওয়াজিব হলে নিজের নামেই কুরবানী না করে, পিতা মাতা বা অন্য কারো নামে করে, তবে তার ওয়াজিব কুরবানী আদায় হবে না। এমন করলে কুরবানীর দিনগুলোতেই তাকে তার ওয়াজিব কুরবানী আদায় করতে হবে। ওয়াক্ত শেষ হয়ে গেলে কুরবানীর মূল্য সদকা করতে হবে। অন্যথায় গুনাহগার হতে হবে।

যাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়

وَمَنْ بَلَغَ مِنْ الصِّغَارِ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ وَهُوَ مُوسِرٌ تَجِبُ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ بَيْنَ أَصْحَابِنَا، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.

* নাবালেগের উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়। তবে সে কুরবানীর দিনগুলোর মধ্যে বালেগ হলে এবং নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হলে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব।
হিন্দিয়া কুরবানী অধ্যায়, প্রথম পরিচ্ছেদ।

وَالَّذِي يُجَنُّ وَيُفِيقُ يُعْتَبَرُ حَالُهُ، فَإِنْ كَانَ مَجْنُونًا فِي أَيَّامِ النَّحْرِ فَعَلَى الِاخْتِلَافِ وَإِنْ مُفِيقًا تَجِبُ بِلَا خِلَافٍ ا هــ.

* পাগলের উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়। তবে কুরবানীর দিনগুলোতে ভাল হয়ে গেলে এবং সে নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হলে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে।
রদদুল মুহতার কুরবানী অধ্যায়।

فَلَا تَجِبُ عَلَى حَاجٍّ مُسَافِرٍ ؛

* মুসাফিরের উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়।
আদদুররুল মুখতার কুরবানী অধ্যায়।

ولو جاء يوم الاضحية له ثم استفاد مائتي درهم لا دين عليه وجبت الاضحية

* গরীবের উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়। তবে কুরবানীর দিনগুলোতে গরীব ব্যক্তির হাতে নেসাব পরিমান মাল আসে, এবং সে ঋণীও নয়, তবে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে।
খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩০৯।

وَلَا تُشْتَرَطُ الْإِقَامَةُ فِي جَمِيعِ الْوَقْتِ حَتَّى لَوْ كَانَ مُسَافِرًا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ ثُمَّ أَقَامَ فِي آخِرِهِ تَجِبُ عَلَيْهِ

* মুসাফির কুরবানীর দিনগুলোতে কোন স্থানে পনের দিন থাকার নিয়ত করলে বা নিজ বাড়িতে ফিরে এলে এবং সে নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হলে তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব।
হিন্দিয়া কুরবানী অধ্যায়, প্রথম পরিচ্ছেদ।

وَلَا يُشْتَرَطُ الْإِسْلَامُ فِي جَمِيعِ الْوَقْتِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ حَتَّى لَوْ كَانَ كَافِرًا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ، ثُمَّ أَسْلَمَ فِي آخِرِهِ تَجِبُ عَلَيْهِ؛

* অমুসলিমের উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়। তবে কোন অমুসলিম কুরবানীর দিনগুলোতে ইসলাম গ্রহণ করে এবং সে নেসাবের মালিক হলে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব।
হিন্দিয়া কুরবানী অধ্যায়, প্রথম পরিচ্ছেদ।

اذا جاء يوم الاضاحي وله مائتا درهم او اكثر ولا مال له غيره فهلك لم يجب عليه الاضحية.

* কুরবানীর প্রথম দিনে নেসাব পরিমাণ মাল ছিল। কিন্তু কুরবানী করার পূর্বেই মাল ধ্বংস হয়ে গেছে, তবে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে না।
খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩০৪

وَلَوْ ضَحَّى عَنْ أَوْلَادِهِ الْكِبَارِ وَزَوْجَتِهِ لَا يَجُوزُ إلَّا بِإِذْنِهِمْ .

* প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান সন্ততির কুরবানী পিতার উপর ওয়াজিব নয়। তবে পিতা তাদেরকে জানিয়ে তাদের পক্ষ থেকে কুরবানী করলে তাদের পক্ষ থেকে কুরবানী আদায় হয়ে যাবে। তদ্রুপ স্বামী-স্ত্রী অনুমতি সাপেক্ষে স্ত্রীর পক্ষ থেকে ওয়াজিব কুরবানী করতে পারবে।
রদদুল মুহতার কুরবানী অধ্যায়।

وَلَوْ مَاتَ الْمُوسِرُ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يُضَحِّيَ سَقَطَتْ عَنْهُ الْأُضْحِيَّةُ ،

* কুরবানীর জন্তু যবাহ করার পূর্বে ধনী কুরবানীদাতা মৃত্যু বরণ করলে তার পক্ষ থেকে কুরবানী রহিত হয়ে যাবে। তবে ওয়ারিশগণ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করতে পারবে।
হিন্দিয়া কুরবানী অধ্যায়, প্রথম পরিচ্ছেদ।

(قَوْلُهُ : كَمَا لَوْ كَانَ الْكُلُّ خَبِيثًا) فِي الْقُنْيَةِ لَوْ كَانَ الْخَبِيثُ نِصَابًا لَا يَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ وَاجِبُ التَّصَدُّقِ عَلَيْهِ فَلَا يُفِيدُ إيجَابَ التَّصَدُّقِ بِبَعْضِهِ .

* যে ব্যক্তির নিকট সম্পূর্ণ হারাম, ঘুষ, সুদের টাকা ইত্যাদি থাকলে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়। কেননা তার জন্য এ হারাম মাল সদকা করা ওয়াজিব। হ্যাঁ সে নেসাব পরিমাণ হালাল মালের মালিক হলে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে।
রদদুল মুহতার যাকাত অধ্যায়, ছাগলের যাকাত পরিচ্ছেদ।

যে সব জন্তু দ্বারা কুরবানী করা জায়েয

(أَمَّا جِنْسُهُ) : فَهُوَ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْأَجْنَاسِ الثَّلَاثَةِ : الْغَنَمِ أَوْ الْإِبِلِ أَوْ الْبَقَرِ، وَيَدْخُلُ فِي كُلِّ جِنْسٍ نَوْعُهُ، وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى مِنْهُ وَالْخَصِيُّ وَالْفَحْلُ لِانْطِلَاقِ اسْمِ الْجِنْسِ عَلَى ذَلِكَ، وَالْمَعْزُ نَوْعٌ مِنْ الْغَنَمِ وَالْجَامُوسُ نَوْعٌ مِنْ الْبَقَرِ، وَلَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ شَيْءٌ مِنْ الْوَحْشِيِّ،

* ছাগল, ভেড়া, উট, গরু, মহিষ নর হোক বা মাদী এগুলো দ্বারা কুরবানী জায়েয। এগুলো ব্যতিরেকে অন্য কোন জন্তু দ্বারা কুরবানী করা জায়েয নেই।
হিন্দিয়া কুরবানী অধ্যায়, পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কুরবানীর জন্তুর বয়স

عَنْ اَبِيْ كِبَاشٍ قَالَ جَلَبْتُ غَنَمًا جِذْعَانًا إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَكَسَدَتْ عَلَيَّ فَلَقِيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ نِعْمَ أَوْ نِعْمَتِ الْأُضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ قَالَ فَانْتَهَبْتُهُ النَّاسَ

হযরত আবু কিবাশ রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদিনায় ছয়মাস বয়সের একটি মেষ (বিক্রীর জন্য নিয়ে এলাম। কিন্তু তা বাজারে চলল না। পরে আবু হুরায়রা রাযি. এর সঙ্গে আমার সাক্ষাত হলে আমি তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, কুরবানীর জন্য ছয় মাস বয়সী কতইনা ভাল।
তিরমিযি ৪/১২৯ হা. ১৫০৫ কুরবানী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : ছয় মাস বয়সী মেষ কুরবানী করা।

ومن البقر ابن سنتين، ومن الإبل ابن خمس سنين،

* গরু, মহিষ এগুলোর বয়স কমপক্ষে পূর্ণ দু’ বসর হতে হবে। উট, উটনির বয়স পূর্ণ পাঁচ বসর হতে হবে।
হিদায়া কুরবানী অধ্যায়।

(وَصَحَّ الْجَذَعُ) ذُو سِتَّةِ أَشْهُرٍ (مِنْ الضَّأْنِ) إنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ خُلِطَ بِالثَّنَايَا لَا يُمْكِنُ التَّمْيِيزُ مِنْ بُعْدٍ .

* ভেড়ার বয়স পূর্ণ একবসর হতে হবে। তবে ছয় মাস বয়সের ভেড়া মোটা তাজা হয়ে এক বসরের ভেড়ার সমপরিমাণ মনে হলে এ ভেড়া দ্বারা কুরবানী জায়েয হবে।

রদদুল মুহতার কুরবানী অধ্যায়।

وَحَوْلٌ مِنْ الشَّاةِ

* ছাগলের জন্য পূর্ণ একবসর শর্ত।

রদদুল মুহতার কুরবানী অধ্যায়।

যে সকল পশুর কুরবানী জায়েয নেই

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَفَعَهُ قَالَ لَا يُضَحِّىْ بِالْعَرْجَاءِ بَيْنَ ظَلَعِهَا وَلَا بِالْعَوْرَاءِ بَيْنَ عَوَرِهَا وَلَا بِالْمَرِيْضَةِ بَيْنَ مَرَضِهَا وَلَا بِالْعَجْفَاءِ الَّتِيْ لَا تَنْقِيْ

হযরত বারা ইবনে আযেব রাযি. থেকে মারফু হাদীস বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, খোঁড়া পশু যার খোঁড়া হওয়া স্পষ্ট, কানা পশু যার অন্ধত্ব সুস্পষ্ট, রুগ্ন পশু যার রোগ সুস্পষ্ট, ক্ষীণ পশু যার হাড্ডি মগজ পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে এমন জন্তুর কুরবানী হবে না।

তিরমিযি ৪/১২৮ হা. ১৫০৩ কুরবানী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: কোন পশুর কুরবানী জায়েয নয়।

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُّضَحِّيَ بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالْأُذْنِ قَالَ قَتَادَةُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ الْعَضَبُ مَا بَلَغَ النِّصْفَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ

হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, পূর্ণ শিং ভাঙ্গা, ও কান কাটা পশু কুরবানী দিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

হযরত কাতাদা রহ. বলেন, সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব রাযি. এর নিকট এ সম্পর্কে আলোচনা করলে তিনি বললেন, عضب (শিং ভাঙ্গা) এর মর্ম হল, অর্ধেক বা তার চেয়ে বেশি অংশ যদি ভাঙ্গা থাকে তবে তা কুরবানী করা যায় না।
তিরিমিযি ৪/১৩২ হা. ১৫১০ অধ্যায় কুরবানী, অনুচ্ছেদ ; কুরবানীতে শরীক হওয়া। অনুচ্ছেদ।

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ قُلْتُ فَإِنْ وَلَدَتْ؟ قَالَ أَذْبحْ وَلَدَهَا مَعَهَا قُلْتُ فَالْعَرْجَاءُ؟ قَالَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَنْسَكَ قُلْتُ فَمَكْسُوْرَةُ الْقَرْنِ؟ قَالَ لَا بَأْسَ أَمَرَنَا أَوْ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَيْنِ وَالْأُذُنَيْنِ

হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, সাত জনে একটা গরু। বর্ণনাকারী হুযায়্যা রহ. বলেন, আমি বললাম এমতাবস্থায় যদি এর বাচ্চা ভুমিষ্ট হয়? তিনি বললেন, এর সাথে বাচ্চাটিকেও যবাহ করবে।
আমি বললাম খোঁড়া হলে? তিনি বললেন, যদি কুরবানীর স্থান পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। তবে জায়েয হবে। আমি বললাম যদি শিং ভাঙ্গা হয়?
তিনি বললেন কোন দোষ নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে দু’ চোখ ও দু’ কান ভাল করে দেখতে নির্দেশ দিয়েছেন।
তিরিমিযি ৪/১৩২ হা. ১৫০৯ অধ্যায় কুরবানী, অনুচ্ছেদ ; কুরবানীতে শরীক হওয়া। অনুচ্ছেদ।

(لَا) (بِالْعَمْيَاءِ وَالْعَوْرَاءِ وَالْعَجْفَاءِ وَمَقْطُوعِ أَكْثَرِ ....الْعَيْنِ) أَيْ الَّتِي ذَهَبَ أَكْثَرُ نُورُ عَيْنِهَا فَأُطْلِقَ الْقَطْعُ عَلَى الذَّهَابِ مَجَازًا ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ الثُّلُثُ ، وَمَا دُونَهُ قَلِيلٌ ، وَمَا زَادَ عَلَيْهِ كَثِيرٌ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ا هـ

* যে প্রাণী অন্ধ, অথবা কানা (এক চক্ষুবিশিষ্ট), অথবা তার এক চোখের এক তৃতীয়াংশ আলো (দৃষ্টিশক্তি) অথবা তার চেয়েও বেশি চলে গেলে তার দ্বারা কুরবানী জায়েয নেই।
আদ্দররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার কুরবানী অধ্যায়।

وَالْحَوْلَاءُ تُجْزِئُ وَهِيَ الَّتِي فِي عَيْنِهَا حَوَلٌ،

* যে প্রাণী বাঁকা চাহনীতে দেখে, তার দ্বারা কুরবানী জায়েয আছে।

ফাতাওয়া হিন্দিয়া কুরবানী অধ্যায়, পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

وَلَا الْجَدْعَاءِ : مَقْطُوعَةَ الْأَنْفِ،

* প্রাণীর নাক নেই; কেটে গিয়েছে, তবে তা দ্বারা কুরবানী জায়েয নেই। আদদুররুল মুখতার কুরবানী অধ্যায়।

(وَلَا) (بِالْهَتْمَاءِ) الَّتِي لَا أَسْنَانَ لَهَا ، وَيَكْفِي بَقَاءُ الْأَكْثَرِ ، وَقِيلَ مَا تَعْتَلِفُ بِهِ

* যে প্রাণীর দাঁত একেবারেই হয়নি, (অর্থাৎ কুরবানীর পশুর পরিপূর্ণ বয়স হয়নি) তার দ্বারা কুরবানী সহীহ হবে না। আর দাঁত পড়ে গিয়ে সে পরিমাণ থেকে বেশি বাকি থাকলে তা দ্বারা কুরবানী সহীহ হবে।
আদদুররুল মুখতার কুরবানী অধ্যায়।

وَأَمَّا الْهَتْمَاءُ وَهِيَ الَّتِي لَا أَسْنَانَ لَهَا، فَإِنْ كَانَتْ تَرْعَى وَتَعْتَلِفُ جَازَتْ وَإِلَّا فَلَا،

* প্রাণীর বয়স বেশী হওয়ার কারণে তার সকল দাঁত পড়ে গেল; কিন্তু ঘাস এবং খাদ্য খেতে তার কোন কষ্ট হয় না। তবে এ জাতীয় বয়স্ক প্রাণী দ্বারা কুরবানী করা সহীহ হবে। হ্যাঁ প্রাণীটা ভালভাবে ঘাস এবং খাদ্য খেতে না পারলে তা দ্বারা কুরবানী সহীহ হবে না।
হিন্দিয়া কুরবানী অধ্যায়, পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

وَلَوْ كَانَتْ الشَّاةُ مَقْطُوعَةَ اللِّسَانِ هَلْ تَجُوزُ التَّضْحِيَةُ بِهَا؟. فَقَالَ : نَعَمْ إنْ كَانَ لَا يُخِلُّ بِالاعْتِلَافِ، وَإِنْ كَانَ يُخِلُّ بِهِ لَا تَجُوزُ التَّضْحِيَةُ بِهَا،

* প্রাণীর জিহ্বা কাটা হওয়ার কারণে ঘাস ইত্যাদি খেতে না পারলে, তা দ্বারা কুরবানী জায়েয হবে না।
হিন্দিয়া হিন্দিয়া কুরবানী অধ্যায়, পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

وَإِنْ بَلَغَ وَيَجُوزُ بِالْجَمَّاءِ الَّتِي لَا قَرْنَ لَهَا، وَكَذَا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ، كَذَا فِي الْكَافِي. الْكَسْرُ الْمُشَاشَ لَا يُجْزِيهِ، وَالْمُشَاشُ رُءُوسُ الْعِظَامِ مِثْلُ الرُّكْبَتَيْنِ وَالْمِرْفَقَيْنِ، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.

* যে প্রাণীর জন্মগতভাবে শিং নেই অথবা শিং ভেঙ্গে গিয়েছে, তার দ্বারা কুরবানী জায়েয হবে। তবে শিং একেবারে মূল থেকে ভেঙ্গে গেলে তা দ্বারা কুরবানী জায়েয হবে না।

হিন্দিয়া হিন্দিয়া কুরবানী অধ্যায়, পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

(قَوْلُهُ وَيُضَحِّي بِالْجَمَّاءِ) هِيَ الَّتِي لَا قَرْنَ لَهَا خِلْقَةً وَكَذَا الْعُظَمَاءُ الَّتِي ذَهَبَ بَعْضُ قَرْنِهَا بِالْكَسْرِ أَوْ غَيْرِهِ ، فَإِنْ بَلَغَ الْكَسْرُ إلَى الْمُخِّ لَمْ يَجُزْ قُهُسْتَانِيٌّ ، وَفِي الْبَدَائِعِ إنْ بَلَغَ الْكَسْرُ الْمُشَاشَ لَا يُجْزِئُ وَالْمُشَاشُ رُءُوسُ الْعِظَامِ مِثْلُ الرُّكْبَتَيْنِ وَالْمِرْفَقَيْنِ ا هـــ

* শিং এর উপরের খোল খুলে গেলেও তার দ্বারা কুরবানী জায়েয। তবে শিংয়ের মুলোচ্ছেদ হয়ে আঘাতের চিহ্ন মস্তিস্ক পর্যন্ত পৌঁছে গেলে তা দ্বারা কুরবানী জায়েয নেই।

রদ্দুল মুহতার কুরবানী অধ্যায়।

وَلَا تَجُوزُ الْعَمْيَاءُ ....وَالَّتِي لَا أُذُنَ لَهَا فِي الْخِلْقَةِ،...إنْ كَانَ الذَّاهِبُ كَثِيرًا يَمْنَعُ جَوَازَ التَّضْحِيَةِ، وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا لَا يَمْنَعُ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ الثُّلُثَ وَمَا دُونَهُ قَلِيلٌ وَمَا زَادَ عَلَيْهِ كَثِيرٌ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى،

* যে প্রাণীর জন্মগতভাবে কান নেই, তার কুরবানী জায়েয নেই। অথবা কানের এক তৃতীয়াংশ বা তার চেয়েও অধিক কাটা হলে তা দ্বারা কুরবানী জায়েয নেই।

হিন্দিয়া হিন্দিয়া কুরবানী অধ্যায়, পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

(وَالسَّكَّاءِ) الَّتِي لَا أُذُنَ لَهَا خِلْقَةً فَلَوْ لَهَا أُذُنٌ صَغِيرَةٌ خِلْقَةً أَجْزَأَتْ

* আর যদি জন্মগতভাবে কান থাকে; কিন্তু একেবারেই ছোট ছোট, তখনও তার কুরবানী সহীহ হবে।

আদদুররুল মুখতার কুরবানী অধ্যায়।

(لَا) (وَمَقْطُوعِ أَكْثَرِ الْأُذُنِ أَوْ الذَّنَبِ أَوْ الْعَيْنِ) (قَوْلُهُ وَمَقْطُوعِ أَكْثَرِ الْأُذُنِ إلَخْ) فِي الْبَدَائِعِ لَوْ ذَهَبَ بَعْضُ الْأُذُنِ أَوْ الْأَلْيَةِ أَوْ الذَّنَبِ أَوْ الْعَيْنِ. ذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ إنْ

كَانَ كَثِيرًا يَمْنَعُ، وَإِنْ يَسِيرًا لَا يَمْنَعُ. وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ الثُّلُثُ، وَمَا دُونَهُ قَلِيلٌ، وَمَا زَادَ عَلَيْهِ كَثِيرٌ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى اهـــ.

* যে প্রাণী জন্মগতভাবে লেজবিহীন, তার কুরবানী জায়েয নেই। অথবা লেজের এক তৃতীয়াংশ বা তার চেয়েও অধিক কেটে গেলেতা দ্বারা কুরবানী জায়েয নেই।
আদদুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার কুরবানী অধ্যায়।

(وَيُضَحِّي ..... وَالْجَرْبَاءِ السَّمِينَةِ) فَلَوْ مَهْزُولَةَ لَمْ يَجُزْ، لِأَنَّ الْجَرَبَ فِي اللَّحْمِ نَقْصٌ
* খুজলি আক্রান্ত প্রাণীর কুরবানী সহীহ। কিন্তু যদি খুজলির কারণে প্রাণীটা একেবারেই দুর্বল হয়ে যায় অথবা খুজলি চামড়া অতিক্রম করে গোশত পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তাহলে তার কুরবানী সহীহ হবে না।
আদ্দুররুল মুখতার কুরবানী অধ্যায়।

إِذَا اغْتَصَبَ شَاةَ إِنْسَانٍ فَضَحَّى بِهَا عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ لَا تُجْزِيهِ لِعَدَمِ الْمِلْكِ وَلَا عَنْ صَاحِبِهَا لِعَدَمِ الْإِذْنِ
* কুরবানীর জন্য পশু ক্রয় করার পর পশুটি চুরিকৃত অবস্থায় ঐ চোর থেকে ক্রয়কৃত জানা গেলে, তা দ্বারা কুরবানী জায়েয হবে না। অন্য পশু ক্রয় করে কুরবানী কুরবানী করা জরুরী।
বাদায়েউস সানায়ে’ কুরবানী অধ্যায়, ওয়াজিব সম্পন্ন জায়েয হওয়ার শর্তসমূহ পরিচ্ছেদ।

لَوْ اشْتَرَى شَاةً فَضَحَّى بِهَا ثُمَّ اسْتَحَقَّهَا رَجُلٌ، فَإِنْ أَجَازَ الْبَيْعَ جَازَ، وَإِنْ اسْتَرَدَّ الشَّاةَ لَمْ يَجُزْ،
* আর এ জাতীয় প্রাণী যবাহ করার পর আসল মালিক অনুমতি দিলে গোশত খাওয়া জায়েয হবে, অন্যথায় নয়।
হিন্দিয়া কুরবানী অধ্যায়, সপ্তম পরিচ্ছেদ।

وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا وَهِيَ الَّتِي لَا تَقْدِرُ أَنْ تَمْشِيَ بِرِجْلِهَا إِلَى الْمَنْسَكِ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا،

* প্রাণী বেশী দুর্বল হয়ে হাড্ডিসমূহের মধ্যে মজ্জা না থাকলে, তার কুরবানী সহীহ নয়। তবে এমন দুর্বল না হয়ে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারে, তবে তা দ্বারা কুরবানী আদায় করা জায়েয হবে।
হিন্দিয়া হিন্দিয়া কুরবানী অধ্যায়, পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

(قَوْلُهُ وَالْعَرْجَاءِ) أَيْ الَّتِي لَا يُمْكِنُهَا الْمَشْيُ بِرِجْلِهَا الْعَرْجَاءِ إِنَّمَا تَمْشِي بِثَلَاثِ قَوَائِمَ، حَتَّى لَوْ كَانَتْ تَضَعُ الرَّابِعَةَ عَلَى الْأَرْضِ وَتَسْتَعِينُ بِهَا جَازَ

* যে প্রাণী লেংড়া হওয়ায় শুধু তিন পা দিয়ে চলে, চতুর্থ পা জমিনের উপর রাখতেই পারে না, বা চতুর্থ পা জমিনে রাখতে পারলেও তা দ্বারা চলতে পারে না এবং শরীরের ওজন সামলে রাখতে পারে না, তবে এমন প্রাণী দ্বারা কুরবানী জায়েয নেই। আর চলার সময় ঐ পা দ্বারা জমিনের উপর টেক লাগিয়ে চলে বা ঐ পায়ের উপর ভর করে চলে, কিন্তু লেংড়িয়ে চলে, তবে ঐ প্রাণী দ্বারাও কুরবানী জায়েয হবে।
রদ্দুল মুহতার কুরবানী অধ্যায়।

(وَالْعَرْجَاءِ الَّتِي لَا تَمْشِي إِلَى الْمَنْسَكِ) أَيْ الْمَذْبَحِ،

* এমন লেংড়া প্রাণী যা কুরবানী করার স্থান পর্যন্ত যেতে পারে না, তা দ্বারা কুরবানী জায়েয হবে না।
আদদুররুল মুখতার কুরবানী অধ্যায়।

لَا تَجُوزُ التَّضْحِيَةُ بِالشَّاةِ الْخُنْثَى؛ لِأَنَّ لَحْمَهَا لَا يَنْضَجُ، تَنَاثُرُ شَعْرِ الْأُضْحِيَّةِ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ

* হিজড়া প্রাণীর কুরবানী জায়েয নেই। কেননা এটা দোষণীয়।
হিন্দিয়া কুরবানী অধ্যায়, পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যে সকল পশুর কুরবানী মাকরূহ

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنِ وَالْأُذْنِ وَأَنْ لَّا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ

عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَزَادَ قَالَ الْمُقَابَلَةُ مَا قُطِعَ طَرْفُ أُذْنِهَا وَالْمُدَابَرَةُ مَا قُطِعَ مِنْ جَانِبِ الْأُذْنِ وَالشَّرْقَاءُ الْمَشْقُوْقَةُ وَالْخَرْقَاءُ الْمَثْقُوْبَةُ

হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন আমরা যেন চোখ কান ভাল করে দেখে নেই। আর আমরা যেন মুকাবালা, মুদাবারা, শারকা ও খারকা জন্তু যবাহ না দেয়।

হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এতে আরো আছে যে, তিনি বলেন, ‘মুকাবালা’ হল যে পশুর সামনের দিকে কানের একপাশ কাটা, ‘মুদাবারা’ হল যে পশুর পিছনের দিকে কানের একপাশ কাটা, ‘শারকা’ হল যে পশুর লম্বালম্বিভাবে কান ছেঁড়া, ‘খারকা’ হল যে পশুর কানে ছিদ্র আছে।

তিরমিযি ৪/১২৯ হা. ১৫০৪ কুরবানী অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ কোন পশুর কুরবানী মাকরূহ।

যবাহ সংক্রান্ত মাসআলা

কুরবানী করতে বিসমিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার বলবে। এবং কুরবানী দাতা নিজেই কুরবানী করবে।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِه

হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু’টি সাদা কালো বর্ণের ভেড়া দ্বারা কুরবানী করেছেন। তখন আমি

তাঁকে দেখতে পাই তিনি ভেড়া দু'টোর পার্শ্বদেশে পা রেখে "বিসমিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার" পড়ে নিজের হাতে সে দু'টোকে যবাহ করেন।
বুখারী ৯/২০২ হা. ৫১৬০ কুরবানী অধ্যায়, পরিচ্ছেদ : কুরবানী পশু নিজ হাতে যবাহ করা।

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :« إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ ».

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দু'টি বিষয় স্বরণ রেখেছি। তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর প্রতি সদয় আচরণ (ইহসান) ফরয করেছেন। অতএব তোমরা যখন কাউকে হত্যা করবে, তখন উত্তমরূপে হত্যা করবে। আর যখন কোন জন্তু যবাহ করবে, তখন উত্তম পন্থায় যবাহ করবে এবং তোমাদের প্রত্যেকে যেন ছুরি ধার দিয়ে নেই। আর যবাহ কৃত পশুকে ঢাণ্ডা হতে দেয়।
নাসায়ী ৪/২৬৫, ২৬৮-২৬৯ হা. ৪৪০৬, ৪৪১৩-৪৪১৫ কুরবানী অধ্যয়, ছুরি ধারাল করার আদেশ, পরিচ্ছেদ : উত্তমরূপে যবাহ করা।

(وَنُدِبَ إِحْدَادُ شَفْرَتِهِ قَبْلَ الْإِضْجَاعِ،

* যবাহ করার পূর্বে ছুরিতে ধার দেওয়া মুস্তাহাব।
রদদুল মুহতার যবাহ অধ্যায়।

(وَشُرِطَ كَوْنُ الذَّابِحِ مُسْلِمًا (أَوْ كِتَابِيًّا ذِمِّيًّا أَوْ حَرْبِيًّا) (فَتَحِلُّ ذَبِيحَتُهُمَا (لَا) تَحِلُّ (ذَبِيحَةُ) غَيْرِ كِتَابِيٍّ مِنْ (وَثَنِيٍّ وَمَجُوسِيٍّ وَمُرْتَدٍّ) وَجِنِّيٍّ وَجَبْرِيٍّ لَوْ أَبُوهُ سُنِّيًّا

* যবাহকারী মুসলমান হতে হবে। কাফের নাস্তিক এবং মুরতাদদেও যবাহকৃত জন্তু হালাল নয়।
আদদুররুল মুখতার যবাহ অধ্যায়।

أَرَادَ التَّضْحِيَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ مَعَ يَدِ الْقَصَّابِ فِي الذَّبْحِ وَأَعَانَهُ عَلَى الذَّبْحِ سَمَّى كُلٌّ وُجُوبًا ، فَلَوْ تَرَكَهَا أَحَدُهُمَا أَوْ ظَنَّ أَنَّ تَسْمِيَةَ أَحَدِهِمَا تَكْفِي حُرِّمَتْ ،

* যবাহকারীর সাথে যারা ছুরি ধরবে তাদের সকলকেই বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার পড়তে হবে। কিছু সংখ্যক ব্যক্তি পড়লে, আর কিছু সংখ্যক ছেড়ে দিলে, তা হালাল হবে না।

আদদুররুল মুখতার কুরবানী অধ্যায়, কুরবানী পশুর রং শাখা।

(وَأَنْ يَذْبَحَ بِيَدِهِ إنْ عَلِمَ ذَلِكَ وَإِلَّا) يَعْلَمُهُ (شَهِدَهَا) بِنَفْسِهِ وَيَأْمُرُ غَيْرَهُ بِالذَّبْحِ كَيْ لَا يَجْعَلَهَا مَيْتَةً.

* কুরবানীদাতা নিজের হাতেই যবাহ করা উত্তম। তবে সে যবাহ করতে না পারলে অন্যের দ্বারা যবাহ করাতে পারবে। যবাহ করার সময় উপস্থিত থাকা মুস্তাহাব।

আদদুররুল মুখতার কুরবানী অধ্যায়, শাখাসমূহ।

(وَمِنْهَا) أَنْ يَكُونَ الذَّابِحُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَالذَّبِيحَةُ مُوَجَّهَةً إلَى الْقِبْلَةِ

* যবাহকারীর কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে, জন্তুর মুখকে কিবলামুখী করে যবাহ করা মুস্তাহাব।

বাদায়েউস সানায়ে’ যবাহ শিকার অধ্যায়, হালাল প্রাণি খাওয়া হালাল হওয়ার শর্ত পরিচ্ছেদ।

{الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ} مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ؛ وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ إخْرَاجُ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ وَتَطْيِيبُ اللَّحْمِ، وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِقَطْعِ الْأَوْدَاجِ فِي الْحَلْقِ كُلِّهِ ثُمَّ الْأَوْدَاجُ أَرْبَعَةٌ : الْحُلْقُومُ، وَالْمَرِيءُ، وَالْعِرْقَانِ اللَّذَانِ بَيْنَهُمَا الْحُلْقُومُ وَالْمَرِيءُ، فَإِذَا فَرَى ذَلِكَ كُلَّهُ فَقَدْ أَتَى بِالذَّكَاةِ بِكَمَالِهَا

* যবাহ করার শরয়ী নিয়ম হল, চারটি রগ (শ্বাসনালী, খাদ্যনালী, উহার দুপাশ্বেও দু’টি রক্তের মোটা রগ) কাটতে হবে। তবে কমপক্ষে তিনটি রগ কাটা হলে জন্তু হালাল হবে। নতুবা হারাম হবে।

বাদায়েউস সানায়ে’ যবাহ শিকার অধ্যায়, হালাল প্রাণি খাওয়া হালাল হওয়ার শর্ত পরিচ্ছেদ।

أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ أَنْ يَكُونَ الذَّبْحُ بِالنَّهَارِ

* জন্তু দিনে যবাহ করা মুস্তাহাব।
আদদুররুল মুখতার যবাহ অধ্যায়।

فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَرَبَّصَ بَعْدَ الذَّبْحِ قَدْرَ مَا يَبْرُدُ وَيَسْكُنُ مِنْ جَمِيعِ أَعْضَائِهِ وَتَزُولُ الْحَيَاةُ عَنْ جَمِيعِ جَسَدِهِ

* জন্তুর প্রাণ পূর্ণভাবে বাহির না হওয়া পর্যন্ত চামড়া ছোলা যাবে না। পূর্ণভাবে প্রাণ বাহির হওয়ার পর চামড়া ছোলা মুস্তাহাব।
বাদায়েউস সানায়ে’ যবাহ শিকার অধ্যায়, কুরবানীর আগে ও পরের শর্ত পরিচ্ছেদ।

কুরবানীর জন্তুর বাচ্চার হুকুম

فَإِنْ خَرَجَ مِنْ بَطْنِهَا حَيًّا فَالْعَامَّةُ أَنَّهُ يَفْعَلُ بِهِ مَا يَفْعَلُ بِالْأُمِّ ،

* গর্ভজাত জন্তু যবাহ করার পর বাচ্চা জীবিত থাকলে বাচ্চাও যবাহ করতে হবে।
রদ্দুল মুহতার কুরবানী অধ্যায়।

وَلَدَتْ الْأُضْحِيَّةُ وَلَدًا قَبْلَ الذَّبْحِ يُذْبَحُ الْوَلَدُ مَعَهَا . وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ يَتَصَدَّقُ بِهِ بِلَا ذَبْحٍ . (قَوْلُهُ يَذْبَحُ الْوَلَدَ مَعَهَا) إلَّا أَنَّهُ لَا يَأْكُلُ مِنْهُ بَلْ يَتَصَدَّقُ بِهِ فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ تَصَدَّقَ بِقِيمَةِ مَا أَكَلَ. وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ خَانِيَّةٌ، قِيلَ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ عَدَمُ بُلُوغِ الْوَلَدِ سِنَّ الْإِجْزَاءِ فَكَانَتْ الْقُرْبَةُ فِي اللَّحْمِ بِذَاتِهِ لَا فِي إرَاقَةِ دَمِهِ ا هـــ تَأَمَّلْ.

* জন্তুটি যবাহ করার পূর্বেই বাচ্চাটির জন্ম হলে বাচ্চাটিকেও মায়ের সাথে যবাহ করতে হবে। আর কারো কারো মতে তা যবাহবিহীন বাচ্চাটিকে সদকা করতে হবে।

আদদুররুল মুখতার কুরবানী অধ্যায়।

* তবে মায়ের সাথে যবাহ্ করলে বাচ্চাটির গোশত খাওয়া যাবে। অনেকের মতে তা সদকা করতে হবে। তবে সদকা করাই উত্তম।

রদ্দুল মুহতার কুরবানী অধ্যায়।

وَمِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ قَالَ هَذَا فِي الْأُضْحِيَّةَ الْمُوجَبَةِ بِالنَّذْرِ كَالْفَقِيرِ إذَا اشْتَرَى شَاةً لِلْأُضْحِيَّة، فَأَمَّا الْمُوسِرُ إذَا اشْتَرَى شَاةً لِلْأُضْحِيَّة فَوَلَدَتْ لَا يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا؛ لِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ تَعَيَّنَ الْوُجُوبُ فَيَسْرِي إلَى الْوَلَدِ وَفِي الثَّانِي لَمْ يَتَعَيَّنْ لِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ التَّضْحِيَةُ بِغَيْرِهَا فَكَذَا وَلَدُهَا.

* তবে জন্তুটি মান্নতের হলে বাচ্চাটিকেও সদকা করতে হবে। বাচ্চাটির জন্ম যবাহের পূর্বে হোক বা পরে।

বাদায়েউস সানায়ে’ কুরবানী অধ্যায়, কুরবানীর আগে ও পরের মুস্তাহাব।

فَإِنْ لَمْ يَذْبَحْهُ حَتَّى مَضَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ يَتَصَدَّقُ بِهِ حَيًّا ،

কুরবানীর জন্তুর বাচ্চা জন্ম হওয়ার পর কুরবানীর দিনগুলোতে যবাহ্ না করলে পরে জীবিত সদকা করে দিতে হবে।

রদ্দুল মুহতার কুরবানী অধ্যায়।

فَإِنْ ضَاعَ أَوْ ذَبَحَهُ وَأَكَلَهُ يَتَصَدَّقُ بِقِيمَتِه

* কুরবানীর জন্তুর বাচ্চা সদকা না করে লালন-পালন করে বিক্রি করলে বা যবাহ্ করে গোশত খেলে বা কিছুদিন রাখার পর হারিয়ে বা মারা গেলে তাকে বাচ্চার মূল্য সদকা করতে হবে।

রদ্দুল মুহতার কুরবানী অধ্যায়।

فَإِنْ بَقِيَ عِنْدَهُ وَذَبَحَهُ لِلْعَامِ الْقَابِلِ أُضْحِيَّةً لَا يَجُوزُ ، وَعَلَيْهِ أُخْرَى لِعَامَّةِ الَّذِي ضَحَّى وَيَتَصَدَّقُ بِهِ مَذْبُوحًا مَعَ قِيمَةِ مَا نَقَصَ بِالذَّبْحِ ، وَالْفَتْوَى عَلَى هَذَا خَانِيَّةٌ

* কেউ বাচ্চাটি আগামী বসরের জন্য রেখে দেয় এবং সে মালেকে নেসাব হয় তবে এ বাচ্চা দ্বারা কুরবানী আদায় হবে না। বরং এটি ছাড়া অন্য আরেকটি

কুরবানী দিতে হবে। তবে যবাহ করলে এর গোশত চামড়াসহ সদকা করতে হবে।

রদ্দুল মুহতার কুরবানী অধ্যায়।

মাকরুহসমূহ

فَيُكْرَهُ ذَبْحُ دَجَاجَةٍ وَدِيكٍ لِأَنَّهُ تَشَبُّهٌ بِالْمَجُوسِ

قَوْلُهُ فَيُكْرَهُ ذَبْحُ دَجَاجَةٍ وَدِيكٍ إلَخْ) أَيْ بِنِيَّةِ الْأُضْحِيَّةِ وَالْكَرَاهَةُ تَحْرِيمِيَّةٌ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ التَّعْلِيلُ ط، وَهَذَا فِيمَنْ لَا أُضْحِيَّةَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَالْأَمْرُ أَظْهَرُ

* কুরবানীর দিনগুলোতে কুরবানীর নিয়তে হাঁস-মোরগ যবাহ করা মাকরূহ। এবং তা অগ্নিপুজারীদের সাদৃশ্য। তবে কেউ যদি কুরবানীর নিয়ত ব্যতিত প্রয়োজন বশত জবেহ করে, তাহলে জায়েয হবে।

আদদুররুল মুখতার, রদদুল মুহতার কুরবানী অধ্যায়।

وَيُكْرَهُ جَرُّهَا بِرِجْلِهَا إلَى الْمَذْبَحِ ،

* প্রাণীকে যবাহ করার জায়গা পর্যন্ত কঠোরতার সাথে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া মাকরুহ।

হিন্দিয়া কুরবানী অধ্যায়, প্রথম পরিচ্ছেদ।

وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ مَا فِيهِ زِيَادَةُ أَلَمٍ لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ فِي الذَّكَاةِ مَكْرُوهٌ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبُوهُمْ بِالْجُوعِ وَالْعَطَشِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ التَّعْذِيبِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تَعْذِيبٌ مِنْ غَيْرِ فَائِدَةٍ

* প্রাণীকে যবাহ করার জন্য শোয়ানের পর যবাহ করতে বিলম্ব করা মাকরুহ।

* প্রাণীকে যবাহ করার পূর্বে ক্ষুধার্ত এবং পিপাসার্ত রাখা মাকরুহ।

* প্রাণীকে যবাহ করার জন্য সহজে ফেলা উচিত, অশোভনীয় কঠোরতা করা মাকরুহ।

হিন্দিয়া কুরবানী অধ্যায়, প্রথম পরিচ্ছেদ।

বাদায়েউস সানায়ে’ কয়েদ অধ্যায়, ছাগলের হুকুমের বর্ণনা পরিচ্ছেদ।

وَيُكْرَهُ أَنْ يُضْجِعَهَا وَيَحُدَّ الشَّفْرَةَ بَيْنَ يَدَيْهَا،

* প্রাণীর সামনে ছুরিকে ধার দেওয়া মাকরুহ।
* প্রাণীকে শোয়ানোর পর ছুরিকে ধার দেয়া মাকরুহ।
হিন্দিয়া কুরবানী অধ্যায়, প্রথম পরিচ্ছেদ।

وَكُلُّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ لِأَنَّهُ تَعْذِيبُ الْحَيَوَانِ بِلَا ضَرُورَةٍ،

* এক প্রাণীকে অন্য প্রাণীর সামনে যবাহ করা মাকরুহ।
হিন্দিয়া কুরবানী অধ্যায়, প্রথম পরিচ্ছেদ।

وَيُكْرَهُ بِغَيْرِ الْحَدِيدِ وَبِالْكَلِيلِ مِنْ الْحَدِيدِ،

* ভোঁতা ছুরি দ্বারা যবাহ করা মাকরুহ।
হিন্দিয়া কুরবানী অধ্যায়, প্রথম পরিচ্ছেদ।

وَيُكْرَهُ بِاللَّيْلِ

* জন্তু রাত্রে যবাহ করা মাকরুহে তানজীহ।
আদদুররুল মুখতার যবাহ অধ্যায়।

وَإِذَا ذَبَحَهَا بِغَيْرِ تَوَجُّهِ الْقِبْلَةِ حَلَّتْ وَلَكِنْ يُكْرَهُ،

* কেবলার দিকে বাম পার্শ্বের উপর শোয়াবে, এর বিপরীত করা মাকরুহ।
হিন্দিয়া কুরবানী অধ্যায়, প্রথম পরিচ্ছেদ।

وَفِي الذَّبْحِ مِنْ الْقَفَا زِيَادَةُ أَلَمٍ فَيُكْرَهُ

* ঘাড়ের উপরিভাগে যবাহ করা মাকরুহ।
তাকমিলাতুলবাহরির রায়েক যবাহ অধ্যায়, মাকরুহ পরিচ্ছেদ।

وَإِذَا ذَبَحَهَا بِغَيْرِ تَوَجُّهِ الْقِبْلَةِ حَلَّتْ وَلَكِنْ يُكْرَهُ ، كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِّ .

* ভুলে জন্তুকে কেবলামুখী করা ব্যতিত যবাহ করলে জন্তু হালাল হবে। তবে মাকরুহ হবে।

হিন্দিয়া যবাহ অধ্যায়, প্রথম পরিচ্ছেদ।

(وَكُرِهَ النَّخعُ وَقَطْعُ الرَّأْسِ وَالذَّبْحُ مِنْ الْقَفَاءِ) النَّخْعُ هُوَ أَنْ يَصِلَ النَّخَاعَ وَهُوَ خَيْطٌ أَبْيَضُ فِي جَوْفِ عَظْمِ الرَّقَبَةِ وَهُوَ بِالْفَتْحِ، وَفِي قَطْعِ الرَّأْسِ زِيَادَةُ تَعْذِيبٍ فَيُكْرَهُ

* উগ্রতার সাথে প্রাণীকে যবাহ করা, প্রাণীর মাথা পৃথক হয়ে যাওয়া বা হারাম মগজ পর্যন্ত ছুরি চলে যাওয়া মাকরুহ।

তাকমিলাতুলবাহরির রায়েক যবাহ অধ্যায়, মাকরুহ পরিচ্ছেদ।

وَيُكْرَهُ أَنْ يَنْخَعَ وَيَسْلُخَ قَبْلَ أَنْ يَبْرُدَ

* জন্তুর প্রাণ পূর্ণভাবে বাহির না হওয়ার পূর্বে চামড়া ছোলা মাকরুহ।

বাদায়েউস সানায়ে’ যবাহ শিকার অধ্যায়, কুরবানীর আগে ও পরের শর্ত পরিচ্ছেদ।

وَكُرِهَ ....أَنْ يَكْسِرَ رَقَبَتَهَا قَبْلَ أَنْ تَسْكُنَ مِنْ الِاضْطِرَابِ وَكُلُّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ وَفِي قَطْعِ الرَّأْسِ زِيَادَةُ تَعْذِيبٍ فَيُكْرَهُ وَيُكْرَهُ أَنْ يَسْلُخَ قَبْلَ أَنْ يَبْرُدَ ،

* যবাহ করার পর প্রাণীকে ঠাণ্ডা হওয়ার পূর্বে গরদান পৃথক করা অথবা চামড়া ছোলা মাকরুহ।

তাকমিলাতুলবাহরির রায়েক যবাহ অধ্যায়, মাকরুহ পরিচ্ছেদ।

وَيُسْتَحَبُّ الِاكْتِفَاءُ بِقَطْعِ الْأَوْدَاجِ وَلَا يُبَايِنُ الرَّأْسُ وَلَوْ فَعَلَ يُكْرَهُ

* যবাহ করার সময় জন্তুর মাথা কেটে পৃথক হলেও জন্তু হালাল হবে, তবে স্বেচ্ছায় এরূপ করা মাকরুহ।

হিন্দিয়া যবাহ অধ্যায়, প্রথম পরিচ্ছেদ।

إنْ تَقَارَبَتْ الْوِلَادَةُ يُكْرَهُ ذَبْحُهَا ،

* গর্ভজাত জন্তু দ্বরা কুরবানী করা জায়েয। তবে যে গর্ভজাত জন্তু গর্ভপাতের অতিনিকটবর্তী এমন জন্তু দ্বারা কুরবানী করা মাকরুহ।

রদ্দুল মুহতার যবাহ অধ্যায়।

হালাল প্রাণীর হারামসমূহ

(كُرِهَ تَحْرِيمًا) وَقِيلَ تَنْزِيهًا وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ (مِنْ الشَّاةِ سَبْعٌ الْحَيَاءُ وَالْخُصْيَةُ وَالْغُدَّةُ وَالْمَثَانَةُ وَالْمَرَارَةُ وَالدَّمُ الْمَسْفُوحُ وَالذَّكَرُ)

হালাল প্রাণীর সাতটি জিনিষ খাওয়া নিষিদ্ধ। একটি খাওয়া হারাম। আর বাকিগুলো খাওয়া মাকরুহ। ১. প্রবাহিত রক্ত। (এটি খাওয়া হারাম) ২. পেশাবের জায়গা। ৩. অণ্ডকোষ। ৪. পায়খানার রাস্তা। ৫. শক্ত গোশত। ৬. পেশাবের থলি। ৭. পিত্ত। (এগুলো খাওয়া মাকরুহ)

আদদুররুল মুখতার হিজড়া অধ্যায়, বিভিন্ন প্রকারের মাসআলা।

যৌথ কুরবানী শরীয়তসম্মত

আসলে সফরকালে সাত শরীকে যৌথ কুরবানী করা জায়েয। তবে কেউ কেউ বলেন যে, নিজ এলাকায় থাকাকালিন একত্রে যৌথ কুরবানী দেয়া জায়েয হবে না। তাদের এ কথা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা হাদীস গবেষণা করলে এটিই প্রমাণিত হয় যে, সফরে ও নিজ এলাকাতে দু'টি অবস্থাতেই যৌথ কুরবানী করা যাবে। যেভাবে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْجُزُوْرُ عَنْ سَبْعَةٍ

হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; উটে সাতজন অংশীদার হতে পারবে।

শরহু মাআনিল আসার হা. ৫৭৫৬ শিকার, যবাহ ও কুরবানী অধ্যায়, কুরবানীতে গরু উটে কতজন যথেষ্ট হবে পরিচ্ছেদ।

সনদসূত্রে হাদীসটি সহীহ।

এ ছাড়াও হযরত জাবের রাযি. এর হাদীস সফর উল্লেখ ও সফর উল্লেখ ছাড়াই যৌথ কুরবানী করা প্রমাণিত আছে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَتَمَتَّعُ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُورَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا.

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে হজ্জে তামাত্তু আদায় করতাম এবং একটি গাভী কুরবানীতে সাত ব্যক্তি শরীক হতাম এবং উট কুরবানী করতেও সাত ব্যক্তি শরীক হতাম।

আবু দাউদ ৪/৯৪ হা. ২৭৯৮ কুরবানী অধ্যায়, গাভী এবং উট কতজনের পক্ষ হতে কুরবানী করা জায়েয অনুচ্ছেদ।

হাদীসটি সহীহ।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُورُ عَنْ سَبْعَةٍ ».

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, গাভী এবং উট সাত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করা যাবে।

আবু দাউদ ৪/৯৪ হা. ২৭৯৯ কুরবানী অধ্যায়, গাভী এবং উট কতজনের পক্ষ হতে কুরবানী করা জায়েয অনুচ্ছেদ।

হাদীসটি সহীহ।

সাহাবায়ে কেরামের আমল

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ

হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, সাত জনে একটা গরু।

তিরিমিযি ৪/১৩২ হা. ১৫০৯ অধ্যায় কুরবানী, অনুচ্ছেদ ; কুরবানীতে শরীক হওয়া। অনুচ্ছেদ।

عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَا الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ

হযরত আলী ও আব্দুল্লাহ রাযি. বলেন, উট এবং গাভীতে সাতজনে অংশিদার হয়ে কুরবানী করা যাবে।

শরহু মাআনিল আসার হা. ৫৭৫৭ শিকার, যবাহ ও কুরবানী অধ্যায়, কুরবানীতে গরু উটে কতজন যথেষ্ট হবে পরিচ্ছেদ।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْتَرِكُوْنَ سَبْعَةً فِي الْبَدَنَةِ مِنَ الْإِبِلِ وَالسَّبْعَةُ فِي الْبَدَنَةِ مِنَ الْبَقَرِ

হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ উট এবং গরুতে সাতজন অংশিদার হয়ে কুরবানী করতেন।
শরহু মাআনিল আসার হা. ৫৭৫৮ শিকার, যবাহ ও কুরবানী অধ্যায়, কুরবানীতে গরু উটে কতজন যথেষ্ট হবে পরিচ্ছেদ।

সুতরাং এটা প্রমাণিত যে, সফর হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় উট এবং গরুতে যৌথভাবে অংশিদার হয়ে কুরবানী করা যাবে।

তাছাড়া হাদীসটি সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেভাবে কুরআনের কিছু হুকুম রয়েছে যা, সফরে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু তা সবক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেমন তায়াম্মুমের বিধান গযওয়ায়ে মুস্তালিক থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে বিধানটি অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু আয়াত ব্যাপকতায় এ বিধান সফরে যেমন বৈধ তেমন নিজ এলাকাতেও বৈধ।
সুতরাং মুকিম হোক বা মুসাফির তারা যৌথভাবে কুরবানী করা যাবে।

أَنَّ الشَّاةَ لَا تُجْزِئُ إلَّا عَنْ وَاحِدٍ، وَإِنْ كَانَتْ عَظِيمَةً، وَالْبَقَرُ وَالْبَعِيرُ يُجْزِي عَنْ سَبْعَةٍ إذَا كَانُوا يُرِيدُونَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى،

* ছাগল যতই বড় ও মোটা তাজা হোক না কেন তা দ্বারা যৌথ কুরবানী করা জায়েয নেই। তবে গরু উট ইত্যাদির মধ্যে যৌথ কুরবানী করা জায়েয আছে। যদি সকলেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়ত করে।
হিন্দিয়া কুরবানী অধ্যায়, অষ্টম পরিচ্ছেদ।

لَا يُشَارِكُ الْمُضَحِّي فِيمَا يَحْتَمِلُ الشَّرِكَةَ مَنْ لَا يُرِيدُ الْقُرْبَةَ رَأْسًا، فَإِنْ شَارَكَ لَمْ يَجُزْ عَنْ الْأُضْحِيَّةِ،

* যৌথ কুরবানীর মধ্যে কারও যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়ত না থাকে, তবে তার দ্বারা কারও কুরবানী সহীহ হবে না।
হিন্দিয়া কুরবানী অধ্যায়, অষ্টম পরিচ্ছেদ।

وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ صَبِيًّا أَوْ كَانَ شَرِيكُ السَّبْعِ مَنْ يُرِيدُ اللَّحْمَ أَوْ كَانَ نَصْرَانِيًّا وَنَحْوَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِلْآخَرَيْنِ أَيْضًا كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ .

* ঐ রকমভাবে যৌথ কুরবানীতে কারও যদি গোশত খাওয়ার নিয়ত থাকে, অথবা কোন শরীক অমুসলিম থাকে, তবে কারও কুরবানী সহীহ হবে না।
হিন্দিয়া কুরবানী অধ্যায়, অষ্টম পরিচ্ছেদ।

وَإِذَا كَانَ الشُّرَكَاءُ فِي الْبَدَنَةِ أَوْ الْبَقَرَةِ ثَمَانِيَةً لَمْ يُجْزِهِمْ ؛

* গরু, উটে সর্বোচ্চ সাতজন শরীক হতে পারবে। সাতজনের থেকে বেশী হতে পারবে না, হলে কুরবানী সহীহ হবে না।
হিন্দিয়া কুরবানী অধ্যায়, অষ্টম পরিচ্ছেদ।

وَإِذَا اشْتَرَى سَبْعَةٌ بَقَرَةً لِيُضَحُّوا بِهَا فَمَاتَ أَحَدُ السَّبْعَةِ وَقَالَتْ الْوَرَثَةُ وَهُمْ كِبَارٌ : اذْبَحُوهَا عَنْهُ وَعَنْكُمْ جَازَ اسْتِحْسَانًا ، وَلَوْ ذَبَحَ الْبَاقُونَ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَرَثَةِ لَا يُجْزِئُهُمْ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ بَعْضُهَا قُرْبَةً لِعَدَمِ الْإِذْنِ مِنْهُمْ فَلَمْ يَقَعْ الْكُلُّ قُرْبَةً ضَرُورَةَ عَدَمِ التَّجَزِّي كَذَا فِي الْكَافِي .

* সাতজন শরীকে কোন গরু ক্রয় করার পর কুরবানীর করার পূর্বেই কোন শরীক মারা যায়, আর তার প্রাপ্ত বয়স্ক ওয়ারিশগণ কুরবানী করার অনুমতি দেয়, তবে তা জায়েয হবে। তাদের অনুমতি ব্যতিত কুরবানী করলে তা দ্বারা কুরবানী সহীহ হবে না।
হিন্দিয়া কুরবানী অধ্যায়, অষ্টম পরিচ্ছেদ।

الِاشْتِرَاكُ (قَبْلَ الشِّرَاءِ أَحَبُّ

* যৌথ কুরবানী করতে চাইলে জন্তু ক্রয়ের পূর্বেই অংশীদার ঠিক করে নেওয়া উত্তম।
রদদুল মুহতার কুরবানী অধ্যায়।

وَلَوْ اشْتَرَى بَقَرَةً يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ بِهَا ، ثُمَّ أَشْرَكَ فِيهَا سِتَّةً يُكْرَهُ وَيُجْزِيهِمْ ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ سَبْعِ شِيَاهٍ حُكْمًا ، إلَّا أَنْ يُرِيدَ حِينَ اشْتَرَاهَا أَنْ يُشْرِكَهُمْ فِيهَا فَلَا يُكْرَهُ ، وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا كَانَ أَحْسَنَ ، وَهَذَا إذَا كَانَ مُوسِرًا ،

* ধনী ব্যক্তি একাকী গরু ক্রয় করতে কাউকে শরীক করার নিয়ত ছিল না। পরবর্তীতে শরীক করলে মাকরুহ হবে কিন্তু তা দ্বারা সকলের পক্ষ থেকে কুরবানী সহীহ হবে। তবে ক্রয় করার সময় শরীক করার নিয়ত থাকলে মাকরুহ হবে না।

হিন্দিয়া কুরবানী অধ্যায়, অষ্টম পরিচ্ছেদ।

وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا مُعْسِرًا فَقَدْ أَوْجَبَ بِالشِّرَاءِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُشْرِكَ فِيهَا،

* কোন গরীব ব্যক্তি একাকী গরু ক্রয় করলে পরবর্তীতে কাউকে শরীক করা জায়েয নেই।

হিন্দিয়া কুরবানী অধ্যায়, অষ্টম পরিচ্ছেদ।

وَيُقَسَّمُ اللَّحْمُ بَيْنَهُمْ بِالْوَزْنِ ، وَإِنْ اقْتَسَمُوا مُجَازَفَةً يَجُوزُ إذَا كَانَ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ شَيْئًا مِنْ الْأَكَارِعِ أَوْ الرَّأْسِ أَوْ الْجِلْدِ ، .....جَازَ ،

* যৌথ কুরবানী করলে গোশত ওজন করে বন্টন করতে হবে। তবে গোশতের সাথে হাড্ডি মাথা চামড়া ইত্যাদি মিশ্রিত করলে সেগুলো আন্দাযে বন্টন করা জায়েয হবে।

হিন্দিয়া কুরবানী অধ্যায়, অষ্টম পরিচ্ছেদ।

وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالثُّلُثِ وَيَتَّخِذَ الثُّلُثَ ضِيَافَةً لِأَقَارِبِهِ وَأَصْدِقَائِهِ وَيَدَّخِرَ الثُّلُثَ وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالْكُلِّ جَازَ وَلَوْ حَبَسَ الْكُلَّ لِنَفْسِهِ جَازَ ؛ لِأَنَّ الْقُرْبَةَ فِي الْإِرَاقَةِ . (وَأَمَّا) التَّصَدُّقُ بِاللَّحْمِ فَتَطَوُّعٌ

* গোশত তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজ পরিবারের জন্য আর একভাগ আত্মীয় স্বজনে ও বন্ধু বান্ধবকে দেওয়া এবং আর একভাগ ফকির মিসকিনকে দেওয়া মুস্তাহাব। যদি কারও পরিবারে লোক সংখ্যা বেশি হয় তবে সম্পূর্ণ গোশত নিজের জন্যও রাখতে পারবে।

বাদায়েউস সানায়ে’ কুরবানী অধ্যায়, কুরবানীর আগে ও পরের মুস্তাহাব পরিচ্ছেদ।

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي قَالَ كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا

হযরত সালামা ইবনে আকওয়া’ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুরবানী করেছে, সে যেন তৃতীয় দিবসে এমতাবস্থায় সকাল অতিবাহিত না করে যে, তার ঘরে কুরবানীর গোশত কিছু পরিমাণ অবশিষ্ট থাকে। এরপর যখন পরবর্তী বসর আসল, তখন সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি সে রূপ করব, যে রূপ গত বসর করেছিলাম? তখন তিনি বললেন, তোমরা নিজেরা খাও, অন্যকে খাওয়াও, এবং সঞ্চয় করে রাখ কেননা, গত বসর তো মানুষের মধ্যে ছিল অভাব অনটন। তাই আমি চেয়েছিলাম যে, তোমরা তাতে সাহায্য কর।
বুখারী ৯/২০৬-২০৭ হা. ৫১৭১ কুরবানী অধ্যায়, পরিচ্ছেদ : কুরবানীর গোশত থেকে কতটুকু পরিমাণ আহার করা যাবে, আর কতটুকু পরিমাণ সঞ্চিত রাখা যাবে।

وَلَهُ أَنْ يَدَّخِرَ الْكُلَّ لِنَفْسِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ؛

* গোশত তিন দিনের বেশিও রাখতে পারবে।
বাদায়েউস সানায়ে’ কুরবানী অধ্যায়, কুরবানীর আগে ও পরের মুস্তাহাব পরিচ্ছেদ।

الشَّاةُ أَفْضَلُ مِنْ سُبْعِ الْبَقَرَةِ إِذَا اسْتَوَيَا فِي الْقِيمَةِ وَاللَّحْمِ،

* গরুর এক সপ্তমাংশ থেকে ছাগল উত্তম, যদি মুল্য ও গোশত সমান হয়।
রদ্দুল মুহতার কুরবানী অধ্যায়।

কুরবানীর জন্তু চুরি হলে

رَجُلٌ اشْتَرَى شَاةً لِلْأُضْحِيَّةِ وَأَوْجَبَهَا بِلِسَانِهِ، ثُمَّ اشْتَرَى أُخْرَى جَازَ لَهُ بَيْعُ الْأُولَى فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى، وَإِنْ كَانَتْ الثَّانِيَةُ شَرًّا مِنْ الْأُولَى وَذَبَحَ الثَّانِيَةَ فَإِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِفَضْلِ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ؛

* ধনী ব্যক্তি কুরবানীর নিয়তে জন্তু ক্রয় করার পর এর পরিবর্তে অন্য একটি দিতে চাইলে দিতে পারবে। তবে প্রথমটির অপেক্ষা দ্বিতীয়টির মূল্য কম হতে পারবে না। কম হলে যত টাকা কম ততটাকা সদকা করে দিতে হবে।
হিন্দিয়া কুরবানী অধ্যায়, তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ضَلَّتْ أَوْ سُرِقَتْ فَاشْتَرَى أُخْرَى ثُمَّ وَجَدَهَا فَالْأَفْضَلُ ذَبْحُهُمَا، وَإِنْ ذَبَحَ الْأُولَى جَازَ، وَكَذَا الثَّانِيَةُ لَوْ قِيمَتُهَا كَالْأُولَى أَوْ أَكْثَرُ ، وَإِنْ أَقَلَّ ضَمِنَ الزَّائِدَ وَيَتَصَدَّقُ بِهِ بِلَا فَرْقٍ بَيْنَ غَنِيٍّ وَفَقِيرٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إنْ وَجَبَتْ عَنْ يَسَارٍ فَكَذَا الْجَوَابُ ، وَإِنْ عَنْ إعْسَارٍ ذَبَحَهُمَا يَنَابِيعُ .

* ধনী ব্যক্তি জন্তু ক্রয় করার পর হারিয়ে গেলে বা চুরি হয়ে গেলে দ্বিতীয় আরেকটি জন্তু ক্রয় করার পর প্রথমটি পাওয়া যায়, তবে ধনী ব্যক্তি যে কোন একটি কুরবানী দিতে পারবে। উভয়টি করা মুস্তাহাব। কিন্তু দ্বিতীয়টির মুল্য প্রথমটির থেকে কম হলে দ্বিতীয়টি কুরবানী করলে কম মূল্যটুকু সদকা করে দিতে হবে।
আদদুররুল মুখতার কুরবানী অধ্যায়।

بِخِلَافِ الْمُتَنَفِّلِ بِالْأُضْحِيَّةِ إذَا ضَحَّى بِالثَّانِيَةِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ التَّضْحِيَةُ بِالْأُولَى أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا اشْتَرَاهَا لِلْأُضْحِيَّةِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّضْحِيَةُ بِالْأُولَى أَيْضًا بِعَيْنِهَا فَلَا يَسْقُطُ بِالثَّانِيَةِ بِخِلَافِ الْمُوسِرِ

* গরীব ব্যক্তি কুরবানীর নিয়তে জন্তু ক্রয় করার পর হারিয়ে গেলে বা চুরি হলে আরেকটি ক্রয় করা জরুরী নয়। এরপরও যদি দ্বিতীয় আরেকটি ক্রয় করার পর প্রথমটি পাওয়া যায়। তবে উভয়টি কুরবানী করা ওয়াজিব।

বাদায়েউস সানায়ে’ কুরবানী অধ্যায়, ওয়াজিব অবস্থার প্রকারের বর্ণনা পরিচ্ছেদ।

কুরবানীর কাযা

وَلَا اشْتَرَى وَهُوَ مُوسِرٌ حَتَّى مَضَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ تَصَدَّقَ بِقِيمَةِ شَاةٍ تَجُوزُ فِي الْأُضْحِيَّةِ ؛

* নেসাব পরিমাণ মালের মালিক (ধনী ব্যক্তি) কোন কারণে কুরবানীর দিনগুলোতে কুরবানীর জন্তু যবাহ করতে না পারলে একটি ছাগলের মূল্য সদকা করে দিতে হবে। এটি ওয়াজিব। এবং বিলম্বের কারণে আল্লাহর কাছে তওবা করবে।
বাদায়েউস সানায়ে’ কুরবানী অধ্যায় ওয়াজিবের অবস্থার প্রকার বর্ণনা পরিচ্ছেদ।

إِذَا مَضَى وَقْتُهَا وَوَجَبَ عَلَيْهِ التَّصَدُّقُ بِهَا حَيَّةً أَوْ بِقِيمَتِهَا ، وَلِذَا لَوْ ذَبَحَهَا وَنَقَصَهَا يَضْمَنُ النُّقْصَانَ وَهَذَا يَشْمَلُ الْفَقِيرَ إِذَا شَرَاهَا لَهَا ،

* কুরবানীর জন্তু ক্রয়ের পর কোন কারণে কুরবানীর দিনগুলোতে যবাহ করতে না পারলে জন্তুটি জীবিত সদকা করতে হবে। যবাহ করে নিজেও খেতে পারবেনা। ধনীদেরও খাওয়াতে পারবেনা। তবে ভুলে যবাহ করলে সম্পূর্ণ গোশত, চামড়াসহ সদকা করতে হবে।
রদ্দুল মুহতার কুরবানী অধ্যায়।

وَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّصَدُّقُ بِعَيْنِ الشَّاةِ فَلَمْ يَتَصَدَّقْ وَلَكِنْ ذَبَحَهَا يَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهَا وَيُجْزِيهِ ذَلِكَ إِنْ لَمْ يُنْقِصْهَا الذَّبْحُ وَإِنْ نَقَصَهَا يَتَصَدَّقْ بِاللَّحْمِ وَقِيمَةِ النُّقْصَانِ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا وَإِنْ أَكَلَ مِنْهَا شَيْئًا غَرِمَ قِيمَتَهُ وَيَتَصَدَّقُ بِهَا

* মান্নত কুরবানীর জন্তু ক্রয়ের পর কোন কারণে কুরবানীর দিনগুলোতে যবাহ করতে না পারলে ক্রয়কৃত জন্তুটি জীবিত সদকা করতে হবে। যবাহ করে নিজে খেলে বা ধনীদেরকে দিলে ঐ পরিমাণ টাকা সদকা করতে হবে।
বাদায়েউস সানায়ে’ কুরবানী অধ্যায় ওয়াজিবের অবস্থার প্রকার বর্ণনা পরিচ্ছেদ।

وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يُضَحِّيَ بِشَاةٍ وَذَلِكَ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ وَهُوَ مُوسِرٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يُضَحِّيَ بِشَاتَيْنِ عِنْدَنَا ؛ شَاةٌ لِأَجْلِ النَّذْرِ وَشَاةٌ بِإِيجَابِ الشَّرْعِ ابْتِدَاءً

* কোন গরীব ব্যক্তি কুরবানীর মান্নত করার পর সে কুরবানীর দিনগুলোতে নেসবাবের মালিক হলে তাকে দু'টি কুরবানী করতে হবে। একটি মান্নতের অপরটি ধনী হিসেবে ওয়াজিব কুরবানী।

বাদায়েউস সানায়ে' কুরবানী অধ্যায়, কুরবানীর বৈশিষ্ট।

(وَلَوْ) (اشْتَرَاهَا سَلِيمَةً ثُمَّ تَعَيَّبَتْ بِعَيْبٍ مَانِعٍ) كَمَا مَرَّ (فَعَلَيْهِ إقَامَةُ غَيْرِهَا مَقَامَهَا إنْ) كَانَ (غَنِيًّا ، وَإِنْ) كَانَ (فَقِيرًا أَجْزَأَهُ ذَلِكَ)

* ধনী ব্যক্তি ভাল জন্তু ক্রয়ের পর জন্তুতে এমন কোন ত্রুটি যুক্ত হয়, যা দ্বারা কুরবানী জায়েয নেই। তবে এর পরিবর্তে আরেকটি ভাল জন্তু কুরবানী করতে হবে। তবে ক্রেতা গরীব হলে ত্রুটিযুক্ত জন্তুটি কুরবানী করতে পারবে। এর দ্বারাই তার কুরবানী আদায় হয়ে যাবে। নতুন করে আরেকটি ক্রয় করে দেয়া লাগবে না।

আদদুররুল মুখতার কুরবানী অধ্যায়।

কুরবানীর জন্তু দ্বারা উপকৃত হওয়ার বিধানাবলী

فَيُكْرَهُ أَنْ يَحْلُبَهَا أَوْ يَجُزَّ صُوفَهَا فَيَنْتَفِعَ بِهِ لِأَنَّهُ عَيَّنَهَا لِلْقُرْبَةِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِجُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهَا قَبْلَ إقَامَةِ الْقُرْبَةِ فِيهَا ، كَمَا لَا يَحِلُّ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِلَحْمِهَا إذَا ذَبَحَهَا قَبْلَ وَقْتِهَا وَلِأَنَّ الْحَلْبَ وَالْجَزَّ يُوجِبُ نَقْصًا فِيهَا وَهُوَ مَمْنُوعٌ عَنْ إدْخَالِ النَّقْصِ فِي الْأُضْحِيَّةَ ،

কুরবানীর নিয়তে ক্রয়কৃত জন্তু দ্বারা উপকৃত হওয়া যেমন দুধ দোহন করা, পশম কেটে ফেলা, বা কাউকে হাল চাষ বা কোন কিছু বহনের জন্য ভাড়া ইত্যাদি দেওয়া মাকরুহ। এমন করলে যে পরিমাণ উপকৃত হয়েছে, সে পরিমাণ টাকা সদকা করে দিতে হবে।

বাদায়েউস সানায়ে' কুরবানী অধ্যায়, কুরবানীর আগে ও পরের মুস্তাহাব বর্ণনা পরিচ্ছেদ।

فَأَمَّا الْمُشْتَرَاةُ مِنْ الْمُوسِرِ لِلْأُضْحِيَّة فَلَا بَأْسَ أَنْ يَحْلُبَهَا وَيَجُزَّ صُوفَهَا ؛

* তবে গৃহপালিত জন্তু দ্বারা কুরবানীর নিয়ত করলে, বা ক্রয় করার সময় কুরবানীর নিয়ত না থাকলে তা দ্বারা সর্বপ্রকার উপকৃত হতে পারবে। এর দ্বারা সদকাও করতে হবে না।

বাদায়েউস সানায়ে' কুরবানী অধ্যায়, কুরবানীর আগে ও পরের মুস্তাহাব বর্ণনা পরিচ্ছেদ।

فَإِنْ كَانَ فِي ضَرْعِهَا لَبَنٌ وَهُوَ يَخَافُ عَلَيْهَا إنْ لَمْ يَحْلُبْهَا نَضَحَ ضَرْعَهَا بِالْمَاءِ الْبَارِدِ حَتَّى يَتَقَلَّصَ اللَّبَنُ لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى الْحَلْبِ وَلَا وَجْهَ لِإِبْقَائِهَا كَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَخَافُ عَلَيْهَا الْهَلَاكَ فَيَتَضَرَّرُ بِه فَتَعَيَّنَ نَضْحُ الضَّرْعِ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ لِيَنْقَطِعَ اللَّبَنُ فَيَنْدَفِعَ الضَّرَرُ فَإِنْ حَلَبَ تَصَدَّقَ بِاللَّبَنِ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ شَاةٍ مُتَعَيِّنَةٍ لِلْقُرْبَةِ مَا أُقِيمَتْ فِيهَا الْقُرْبَةُ فَكَانَ الْوَاجِبُ هُوَ التَّصَدُّقُ بِه ،

* দুধওয়ালা গাভী কুরবানীর নিয়তে ক্রয় করলে গাভীর স্তনে পানি ছিটিয়ে দিবে, যেন দুধ বন্ধ হয়ে যায়। আর দুধ দোহন করলে তা সদকা করতে হবে।

বাদায়েউস সানায়ে' কুরবানী অধ্যায়, কুরবানীর আগে ও পরের মুস্তাহাব বর্ণনা পরিচ্ছেদ।

وَلَا يَحِلُّ بَيْعُ شَحْمِهَا وَأَطْرَافِهَا وَرَأْسِهَا وَصُوفِهَا وَوَبَرِهَا وَشَعْرِهَا وَلَبَنِهَا الَّذِي يَحْلُبُهُ مِنْهَا بَعْدَ ذَبْحِهَا بِشَيْءٍ ، لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ إلَّا بِاسْتِهْلَاكِ عَيْنِه مِنْ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَالْمَأْكُولَاتِ وَالْمَشْرُوبَاتِ ،

* কুরবানীর জন্তুর গোশত, হাড় বা অন্য কিছু বিক্রি করা জায়েয নেই। করলে তা সদকা করতে হবে।

হিন্দিয়া কুরবানী অধ্যায়, কুরবানীর মুস্তাহাব ও তা থেকে উপকৃত বর্ণনা পরিচ্ছেদ।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى الْبُدْنِ وَلَا أُعْطِيَ عَلَيْهَا شَيْئًا فِي جِزَارَتِهَا

হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করলেন কুরবানীর জানোয়ারের পাশে দাঁড়াতে এবং এর থেকে পারিশ্রমিক হিসেবে কসাইকে কিছু না দিতে।

বুখারী ৩/১৫৫ হা. ১৬০৮ হজ্জ অধ্যায়, কুরবানীর জানোয়ারের কোন কিছুই কসাইকে দেওয়া যাবে না পরিচ্ছেদ।

(وَلَا يُعْطَى أَجْرُ الْجَزَّارِ مِنْهَا) لِأَنَّهُ كَبَيْعٍ ،

কুরবানীর গোশত দ্বারা বিনিময় দেওয়া না জায়েয।

আদদুররুল মুখতার কুরবানী অধ্যায়।

চামড়ার বিধানাবলী

(وَيَتَصَدَّقُ بِجِلْدِهَا أَوْ يَعْمَلُ مِنْهُ نَحْوَ غِرْبَالٍ وَجِرَابٍ) وَقِرْبَةٍ وَسُفْرَةٍ وَدَلْوٍ

* চামড়া বিক্রি করা ব্যতিত নিজে ব্যবহার করতে পারবে। অপরকে হাদীয়াও দিতে পারবে। তবে অসিয়ত বা মান্নতের চামড়া হলে ব্যবহার করতে পারবেনা। ধনীদেরকেও দিতে পারবেনা। বরং সদকা করতে হবে।

আদদুররুল মুখতার কুরবানী অধ্যায়।

(فَإِنْ) (بِيعَ اللَّحْمُ أَوْ الْجِلْدُ بِهِ) أَيْ بِمُسْتَهْلَكٍ (أَوْ بِدَرَاهِمَ) (تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ) وَمُفَادُهُ صِحَّةُ الْبَيْعِ مَعَ الْكَرَاهَةِ ،

* কুরবানীর চামড়া বিক্রি করলে তা গরীবের হক হিসেবে সাব্যস্ত হয়। চামড়া বিক্রি করে সে টাকা নিজে কাজে লাগাতে পারবেনা। ধনীদেরকেও দিতে পারবে না।

আদদুররুল মুখতার কুরবানী অধ্যায়।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى الْبُدْنِ وَلَا أُعْطِيَ عَلَيْهَا شَيْئًا فِي جِزَارَتِهَا

হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করলেন কুরবানীর জানোয়ারের পাশে দাঁড়াতে এবং এর থেকে পারিশ্রমিক হিসেবে কসাইকে কিছু না দিতে।

বুখারী ৩/১৫৫ হা. ১৬০৮ হজ্জ অধ্যায়, কুরবানীর জানোয়ারের কোন কিছুই কসাইকে দেওয়া যাবে না পরিচ্ছেদ।

(وَلَا يُعْطَى أَجْرُ الْجَزَّارِ مِنْهَا) لِأَنَّهُ كَبَيْعٍ،

চামড়া বিক্রি করেও সে টাকা দ্বারা বিনিময় দেওয়া না জায়েয।

আদদুররুল মুখতার কুরবানী অধ্যায়।

(قَوْلُهُ وَبِنَاءِ مَسْجِدٍ وَتَكْفِينُ مَيِّتٍ وَقَضَاءِ دَيْنِهِ وَشِرَاءِ قِنٍّ يُعْتَقُ) بِالْجَرِّ بِالْعَطْفِ عَلَى ذِمِّيٍّ، وَالضَّمِيرُ فِي دَيْنِهِ لِلْمَيِّتِ وَعَدَمُ الْجَوَازِ لِانْعِدَامِ التَّمْلِيكِ الَّذِي هُوَ الرُّكْنُ فِي الْأَرْبَعَةِ؛

* চামড়ার টাকা দিয়ে মসজিদ, মাদ্রাসা, রাস্তাঘাট, ইত্যাদি তৈরী করা জায়েয নেই।

আলবাহরুর রায়েক যাকাত অধ্যায়, যাকাত ব্যবহার পরিচ্ছেদ। মসজিদ নির্মাণ, মায়্যেতের কাফন।

وَقُيِّدَ بِأَصْلِهِ وَفَرْعِهِ ؛ لِأَنَّ مَنْ سِوَاهُمْ مِنْ الْقَرَابَةِ يَجُوزُ الدَّفْعُ لَهُمْ ، وَهُوَ أَوْلَى لِمَا فِيهِ مِنْ الصِّلَةِ مَعَ الصَّدَقَةِ كَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَالْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ وَالْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ الْفُقَرَاءِ

* চামড়ার টাকা গরীব ভাই, বোন, চাচা, ফুফু, মামা খালা শশুর শাশুড়িদেরকে দেওয়া জায়েয আছে।

আলবাহরুর রায়েক যাকাত অধ্যায়, যাকাত ব্যবহার পরিচ্ছেদ, পিতা দাদা সন্তান নাতিদের যাকাত দেওয়া।

আকিকার বিধান

عَنْ أَبِى رَافِعٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِى أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلاَةِ.

হযরত আবু রাফি রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন হাসান ইবনে আলী রাযি. কে প্রসব করলেন, তখন হাসান রাযি. এর কানে সালাতের আযানের মত আযান দিতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখেছি।
তিরমিযি ৪/১৩৮ হা. ১৫২০ কুরবানী অধ্যায়, শিশুর কানে আযান দেওয়া অনুচ্ছেদ।

* সন্তান (চাই মেয়ে হোক বা ছেলে) ভুমিষ্ট হওয়ার সাথে সাথেই নামাযের আযানের ন্যায় ডান কানে আযান, বাম কানে ইকামত দেওয়া সুন্নাতে জায়েদা/মুস্তাহাব।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا.

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হাসান রাযি. ও হুসাইন রাযি. এর পক্ষ হতে একটি করে দুম্বা তাদের আকীকায় কুরবানী করেন।
আবু দাউদ ৪/১০৮ হা. ২৮৩২ কুরবানী অধ্যায়, আকীকা অনুচ্ছেদ।

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَعَ الْغُلاَمِ عَقِيقَتُهُ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى».

হযরত সালমান ইবনে আমের যাব্বী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্র সন্তান জন্ম নিলে তার আকীকা করা সুন্নাত। কাজেই তার পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত করবে (অর্থাৎ আকীকার জন্তু কুরবানী করবে) এবং তার থেকে দুঃখ কষ্ট বিদূরিত করবে। (অর্থাৎ মাথা মুণ্ডন করে দিবে)

আবু দাউদ ৪/১০৭ হা. ২৮৩০ কুরবানী অধ্যায়, আকীকা অনুচ্ছেদ।

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «كُلُّ غُلاَمٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى».

হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; প্রত্যেক শিশু তার আকীকার বিনিময়ে (আল্লাহর নিকট) বন্ধক স্বরূপ থাকে। কাজেই সপ্তম দিনে তার পক্ষ হতে কুরবানী করবে। এবং তার মাথা মুণ্ডন করে নাম রাখবে।

আবু দাউদ ৪/১০৭ হা. ২৮২৯ কুরবানী অধ্যায়, আকীকা অনুচ্ছেদ।

عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ «عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ».

হযরত উম্মে কুরয রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ বলতে শুনেছি ছেলের জন্য দু'টি একই ধরণের বকরী এবং মেয়ের জন্য একটি বকরী দিয়ে আকীকা দেওয়া যথেষ্ট।

আবু দাউদ ৪/১০৬ হা. ২৮২৫ কুরবানী অধ্যায়, আকীকা অনুচ্ছেদ।

عَنْ أُمِّ كُرْزٍ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ «أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكِنَاتِهَا». قَالَتْ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ «عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ لاَ يَضُرُّكُمْ أَذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا».

হযরত উম্মে কুরয রাযি. থেকে বর্ণিত, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ বলতে শুনেছি তোমরা পাখিদের বাসায় থাকতে দেবে। (তাড়িয়ে দিবেনা) এবং তিনি বলেন, আমি তাকে এরূপ বলতে শুনেছি যে, ছেলের জন্য দু'টি বকরী এবং মেয়ের জন্য একটি বকরী যবাহ করতে হবে। আর এতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই, চাই বকরী দু'টি নর হোক কিংবা মাদী।

আবু দাউদ ৪/১০৬ হা. ২৮২৬ কুরবানী অধ্যায়, আকীকা অনুচ্ছেদ।

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى بُرَيْدَةَ يَقُولُ كُنَّا فِى الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لأَحَدِنَا غُلاَمٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالإِسْلاَمِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنَلْطَخُهُ بِزَعْفَرَانٍ.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুরায়দা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু বুরায়দা রাযি.কে বলতে শুনেছি যে, জাহেলিয়াতের যুগে যখন আমাদের কারও পুত্র সন্তান জন্ম নিত, তখন বকরী যবাহ করা হত এবং ঐ পশুর রক্ত সে সন্তানের মাথায় লাগানো হত। অতপর আল্লাহ যখন দীন ইসলাম প্রেরণ করেন, তখন আমরা বকরী যবাহ করতাম, সন্তানের মাথা মুণ্ডম করতাম এবং তাতে যাফরান লাগাতাম।

আবু দাউদ ৪/১০৯ হা. ২৮৩৪ কুরবানী অধ্যায়, আকীকা অনুচ্ছেদ।

يُسْتَحَبُّ لِمَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ أَنْ يُسَمِّيَهُ يَوْمَ أُسْبُوعِهِ وَيَحْلِقَ رَأْسَهُ وَيَتَصَدَّقَ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً أَوْ ذَهَبًا

সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে ইসলামী নাম রাখা, মাথা মুণ্ডানো এবং চুলের ওজন পরিমাণ স্বর্ণ বা রূপা দান করা মুস্তাহাব।

রদ্দুল মুহতার কুরবানী অধ্যায়, সমাপ্তি।

تَصْلُحُ لِلْأُضْحِيَّةِ تُذْبَحُ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ فَرَّقَ لَحْمَهَا نِيئًا أَوْ طَبَخَهُ بِحُمُوضَةٍ أَوْ بِدُونِهَا مَعَ كَسْرِ عَظْمِهَا أَوْ لَا وَاتِّخَاذِ دَعْوَةٍ أَوْ لَا،

* কুরবানীর জন্য যে সকল শর্ত আকীকার জন্যও সে সকল শর্ত প্রজোয্য।

রদদুল মুহতার কুরবানী অধ্যায়, সমাপ্তি।

وَكَذَلِكَ إنْ أَرَادَ بَعْضُهُمْ الْعَقِيقَةَ عَنْ وَلَدٍ وُلِدَ لَهُ مِنْ قَبْلُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ جِهَةُ التَّقَرُّبِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى–عَزَّ شَأْنُهُ–بِالشُّكْرِ عَلَى مَا أَنْعَمَ عَلَيْهِ مِنْ الْوَلَدِ، كَذَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي نَوَادِرِ الضَّحَايَا وَلَمْ يَذْكُرْ مَا إذَا أَرَادَ أَحَدُهُمْ الْوَلِيمَةَ–وَهِيَ ضِيَافَةُ التَّزْوِيجِ–وَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تُقَامُ شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى–عَزَّ شَأْنُهُ–عَلَى نِعْمَةِ النِّكَاحِ وَقَدْ وَرَدَتْ السُّنَّةُ بِذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ {أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ} فَإِذَا قَصَدَ

بِهَا الشُّكْرَ أَوْ إِقَامَةَ السُّنَّةِ فَقَدْ أَرَادَ بِهَا التَّقَرُّبَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ شَأْنُهُ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ كَرِهَ الِاشْتِرَاكَ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِهَةِ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ كَانَ هَذَا مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ، وَهَكَذَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

* কুরবানীর গাভী উট মহিষের মধ্যে আকীকার অংশ নিতে পারে।
বাদায়েউস সানায়ে' কুরবানী অধ্যায়, ওয়াজিব প্রমাণিত হওয়ার শর্ত পরিচ্ছেদ।

* আকীকার গোশত এবং চামড়ার হুকুম হুবহু কুরবানীর গোশত ও চামড়ার হুকুমের ন্যায়।

* আকীকার গোশত শিশুর মা বাবা দাদা দাদি নানা নানি এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন সকলেই খেতে পারে।

০৪ যিলক্বদ ১৪৩৭ হিজরী, ০৮ আগষ্ট ২০১৬ ঈসায়ী